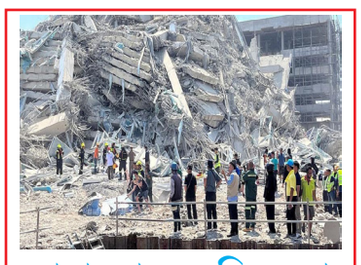

মায়ানমারে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা হাজার ছাড়ানোর আশঙ্কা

সারে-জমিন

টাইম কল আছে জল পড়ে না, জলের সমস্যায় কুলপির বহু গ্রাম

রূপসী বাংলা

ভয় দেখিয়ে খামেনিকে চুক্তি করাতে পারবেন ট্রাম্প?

সম্পাদকীয়

মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে থানার দ্বারস্থ গ্রামের মহিলারা

সাধারণ

ঋষভ পন্তের উপর রেগে গিয়ে টেলিভিশন ভাঙলেন উপস্থাপক

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৯ মার্চ, ২০২৫
১৪ চৈত্র ১৪৩১
২৮ রমজান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 86 ■ Daily APONZONE ■ 29 March 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

কালো ব্যাজ পরে আলবিদা জুম্মায় ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের (এআইএমপিএলবি) আহ্বানে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাতে ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে বিপুল সংখ্যক মুসলমানরা হাতে কালো ব্যাজ পরে জুমাতুল বিদার (রমজানের শেষ শুক্রবার) নামাজ পড়েছে। এর আগে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-এর বিরুদ্ধে শোক ও প্রতিবাদের নীরব ও শান্তিপূর্ণ অভিব্যক্তি হিসাবে জুমাতুল বিদায় মসজিদে আসার সময় দেশের সমস্ত মুসলমানকে হাতে কালো ব্যাজ পরার আহ্বান জানিয়েছিল। এআইএমপিএলবি বলেছে, "দেশের প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব এই ওয়াকফ সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধিতা করা। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড প্রতিবাদের চিহ্ন হিসাবে সামাজিক মিডিয়া বিশেষত এক্স (টুইটার) এ হ্যাশট্যাগ সহ কালো আর্মব্যান্ডের ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করার জন্য বিক্ষোভকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

মৃত্যুর আগে বিভেদ সরিয়ে ঐক্য দেখতে চাই: অক্সফোর্ডে মুখ্যমন্ত্রী

লন্ডনে বাম বিক্ষোভকারীদের 'ভাই' সম্বোধনে মমতার আর্জি, এখানে রাজনীতি নয়

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁর শাসন কোনও বৈষম্যকে অনুমোদন করে না এবং তিনি সমাজের সকল অংশের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেন।

বৃহস্পতিবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলোগ কলেজে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন এবং বলেছেনযে সমাজে বিভাজন বিপরীতমুখী।

তিনি বলেন, মৃত্যুর আগে আমি ঐক্য দেখতে চাই। ঐক্যই আমাদের শক্তি, আর বিভেদ আমাদের পতনের দিকে নিয়ে যায়। এটাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস। ঐক্য রাখা কঠিন কাজ, কিন্তু মানুষকে বিভক্ত করতে লাগে মাত্র এক মুহূর্ত। আপনি কি মনে করেন, বিশ্ব এ ধরনের বিভেদমূলক মতাদর্শ টিকিয়ে রাখতে পারবে?'

আমি যখন চেয়ারে থাকি, তখন সমাজকে ভাগ করতে পারি না। আমাকে দুর্বল ও দরিদ্রদের দেখাশোনা করতে হবে। তাদের জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। একই সঙ্গে সব ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের জন্য একযোগে কাজ করতে হবে, তাদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে এবং তাদের সহায়তা করতে হবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক উন্নয়ন- মহিলা শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন' বিষয়ে বক্তব্য রাখছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ কোনও বৈষম্য ছাড়াই একসঙ্গে সমস্ত উৎসব উদযাপন করে। আমাদের রাজ্যে প্রায় ১১ কোটি মানুষ রয়েছেন, প্রায় বড় দেশের মতো। আমাদের সৌন্দর্য এই যে আমাদের ৩৩ শতাংশেরও বেশি মানুষ মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং গোর্খা সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। প্রায় ৬ শতাংশ আদিবাসী এবং ২৩ শতাংশ তফসিলি জাতিভুক্ত। প্রতিটি জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, ছাত্র, মহিলা, কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে যাতে কোনও বৈষম্য না হয়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। সব মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মনুষ্যত্ব ছাড়া এই পৃথিবী চলতে পারে না, চলতে পারে না বা টিকতে পারে না, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলোগ কলেজে বামপন্থী ছাত্র বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিআই(এম) এর স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (এসএফআই) যুক্তরাজ্য ইউনিটের একদল শিক্ষার্থী তার বক্তৃতার সময় প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির হয়েছিল। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় হিংসা, তৃণমূল কংগ্রেস নেতার ছেলের হাতে নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং ২০১২ সালে ধর্ষণের কারণ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা।

বিক্ষোভকারীদের দ্বারা বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে, তিনি তাদের স্বাগত জানান এবং তাদের অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানান: "আপনারা আমাকে স্বাগত জানাচ্ছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি তোমাকে মিষ্টি খাওয়াব'। আরজি কর ধর্ষণ মামলা নিয়ে পড়ুয়ারা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে শুরু করলে তিনি বলেন, "দয়া করে আওয়াজ তুলুন। এটা গণতন্ত্র। দয়া করে আওয়াজ তুলুন। আমি শুনব। আমি মন দিয়ে শুনব'। মামলার স্ট্যাটাস শেয়ার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে এবং রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।

তিনি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের রাজনীতি না করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আপনারা জানেন মামলাটি বিচারাধীন এবং কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। এটা আমাদের সঙ্গে নেই। দয়া করে এখানে রাজনীতি করবেন না। এটা কোনো রাজনৈতিক রাষ্ট্র নয়। আমার রাজ্যে আপনারা আমাকে নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন। এখানে নয়," তিনি বলেন।

এক পড়ুয়া বিক্ষোভকারীর অভিযোগ, তৃণমূল নেতা তাঁদের আঙুল ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা বলেন, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। বিক্ষোভকারীকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটা করবেন না। আপনার প্রতি আমার বিশেষ স্নেহ রয়েছে। আমরা আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি। এটাকে রাজনৈতিক প্লাটফর্মে পরিণত করার চেষ্টা করবেন না। এটাকে রাজনৈতিক মঞ্চ বানাতে চাইলে বাংলায় গিয়ে দলকে শক্তিশালী হতে বলুন, সাম্প্রদায়িকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলুন। আমার সাথে ঝগড়া করো না'। মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯০ সালের একটি সাদা-কালো ছবিও দেখিয়েছেন, যাতে সিপিআই(এম) যুব শাখার কর্মী লালু আলমের কথিত আক্রমণে তাকে আহত ও ব্যান্ডেজে জড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। ২০১৯ সালে প্রমাণের অভাবে ছাড়া পান লালু আলম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি মরতে বসেছিলাম। এগুলো তোমাদের নৃশংসতা। এটা 'নাটক' নয় এবং বিক্ষোভকারীদের খারাপ ব্যবহার না করার আহ্বান জানান। তাই আমাকে অপমান করার পরিবর্তে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানকে অপমান করছেন।

ক্যাগের রিপোর্টে চাঞ্চল্য

গুজরাতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মহাসঙ্কটে

আপনজন ডেস্ক: গুজরাটের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা মারাত্মক সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে, কারণ জনস্বাস্থ্য অবকাঠামো সম্পর্কিত ২০২৪ সালের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) রিপোর্ট স্বাস্থ্য পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য ঘাটতি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে চিকিৎসকের শূন্যপদ, বিশেষজ্ঞ অনুপস্থিত, নার্সিং অনুষদের শূন্য পদ, হাসপাতালগুলিতে সম্পদের অভাব, পরিষেবা এবং বেশিরভাগ প্রকল্প অসম্পূর্ণ থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সিএজি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "রাজ্যে জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য মানবসম্পদ নীতির অভাব রয়েছে, যা ডাক্তার, নার্স এবং প্যারামেডিক্সের উদ্বেগজনক ঘাটতি বাড়িয়ে তুলেছে। ২০১৬-২২ সালের মধ্যে ৯,৯৮৩ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা সত্ত্বেও, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত শূন্যপদ ছিল যথাক্রমে ২৩%, ৬% এবং ২৩%। ২২টি জেলায় এক-চতুর্থাংশের বেশি চিকিৎসকের পদ খালি রয়েছে, ১৯টি জেলায় প্যারামেডিকদের জন্য একই রকম সংকট রয়েছে। সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী, গুজরাতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তীব্র ঘাটতিতে ভুগছে। শূন্যপদের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেশি, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (এমসিএইচ) ২৮%, জেলা হাসপাতালগুলিতে

(ডিএইচ) ৩৬% এবং উপ-জেলা হাসপাতালগুলিতে (এসডিএইচ) ৫১% এ পৌঁছেছে। শুধুমাত্র ডিএইচগুলিতে, ১৮% ডাক্তার পদ, ৭% নার্সিং পদ এবং ৪৬% প্যারামেডিক স্লট খালি রয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পটিও উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, এর ৮,২০৮ টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ১৮% খালি রয়েছে। নার্সিং কলেজ ও স্কুলগুলিতে ৭৬ শতাংশ শিক্ষক কর্মীর ঘাটতি রয়েছে, যা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের বেঁধে দেওয়া নিয়মের চেয়ে অনেক কম। এই কর্মীর অভাব গুরুত্বপূর্ণ রোগী পরিষেবার উপর প্রভাব ফেলছে। পাঁচটি পরীক্ষা-পরীক্ষিত এমসিএইচের মধ্যে চারটিতে পাঁচ থেকে বারোটি নিবন্ধন কাউন্টারের অভাব ছিল এবং ১৯টি ডিএইচের মধ্যে চারটি কেবল একটি নিবন্ধন ডেস্ক দিয়ে পরিচালিত হয়েছিল। ১৯টি ডিএইচের মধ্যে কেবল ১০ টি সমস্ত প্রয়োজনীয় ওপিডি পরিষেবা সরবরাহ করেছিল, যখন জরুরি পরিষেবাগুলির ১৩ টিতে আংশিকভাবে উপলব্ধ ছিল।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

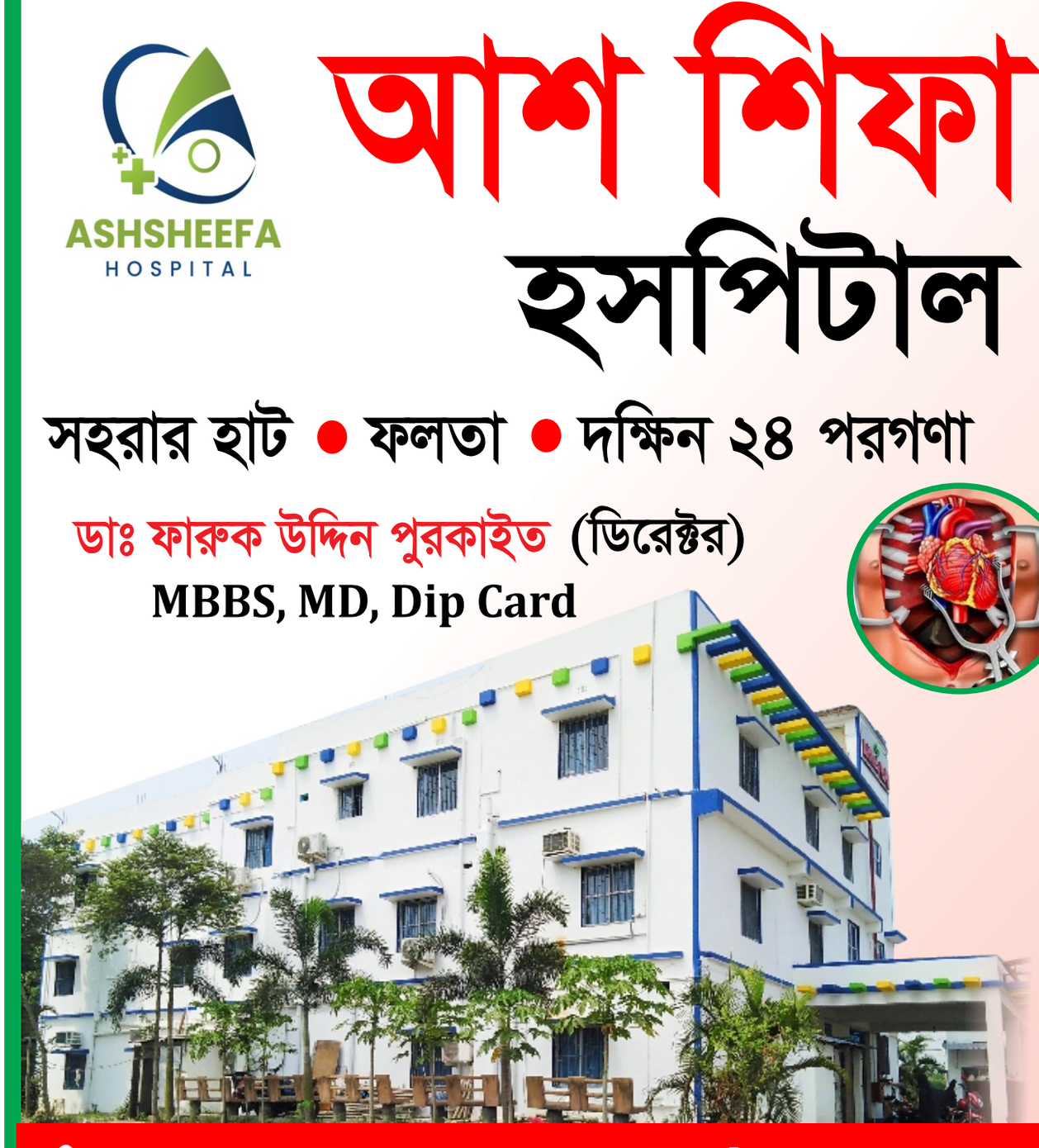

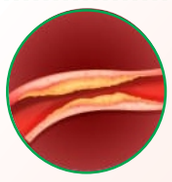
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

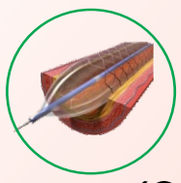
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

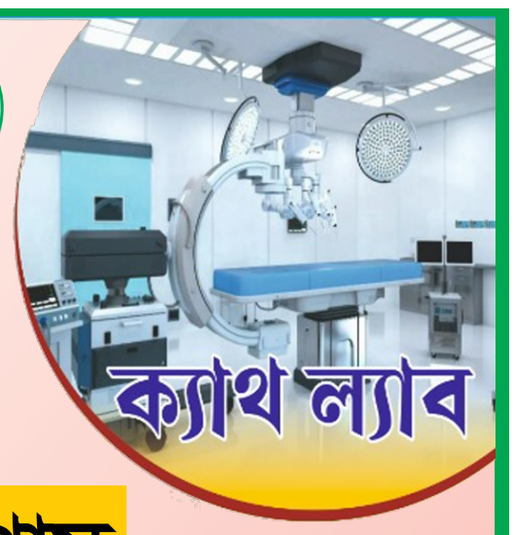

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

মানুষের জীবন বাঁচানো (জরুরী), যাকাত দেওয়াও ফরজ (জরুরী)
তাই.জীবন বাঁচাতে আপনার অনুদান বা যাকাত একান্ত জরুরী।
দুঃস্থ মানুষদের সুচিকিৎসা দিতে আর্থিক অনুদানের আবেদন জানাই,
আপনার অনুদান আয়কর আইনের 12A ও 80G ধারায় করমুক্ত।

সরাসরি ব্যাঙ্কে অনুদান পাঠানোর বিবরণঃ

A/C No.: 219805002547, ICICI Bank,
Falta Branch. IFS Code: ICIC0002198

6295 122 937 / 9123721642

প্রথম নজর

ফেক কল সেন্টারের হদিশ বিধান নগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বিধাননগর

আপনজন: আন্তর্জাতিক ফেক কল সেন্টারের হদিশ বিধান নগরে। বিধান নগর পুলিশের যৌথ তল্লাশিতে গ্রেপ্তার তিন। উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা। প্রায় ৬৭ লাখ টাকার ওপরে উদ্ধার হয় এর পাশাপাশি ১৪ টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, দুটো নোটবুক, একটি ক্যাশ কাউন্টিং মেশিন, ছয়টি ডেস্কটপ, এছাড়াও চারটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিধান নগর কমিশনারেট এর ডিসি ডিডি সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ জানান, বিধাননগর গোয়েন্দা পুলিশ সাইবার ক্রাইম এবং বিধান নগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ যৌথভাবে সেক্টর ফাইভ এর একটি অফিসে তল্লাশি চালায়। সূত্র মারফত খবর পেয়ে সেক্টর ফাইভ এর ইমাজিন টেক পার্ক বলে একটি বিল্ডিং রয়েছে সেখানে এটি ইন্টারন্যাশনাল ফেক কল সেন্টার চলছে। সেখানে গিয়ে দেখা যায় সেখানে একটা অফিস সেটাপ করে অফিস চালাচ্ছিল এবং সেখানে দুজন ছিল।

৭০ পরিবারকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: এক মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করল নিউ আল ইসলাহ ফাউন্ডেশন। শুক্রবার করণদিঘী ব্লকের বাসুদেবপুর গ্রামসহ আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে অসহায় মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঈদ সামগ্রী। গরিব ও অসহায় মানুষের হাতে যখন খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল কৃতজ্ঞতার ছাপ। মোট ৭০ জন দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে এই সাহায্য বিতরণ করা হয়, যাতে তারা ঈদের দিন অন্তত পেটভরে খেতে পারেন। নিউ আল ইসলাহ ফাউন্ডেশনের সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমরা সবসময় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। ঈদ মানে শুধু নিজের জন্য আনন্দ নয়, বরং সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার নামই প্রকৃত উৎসব। ভবিষ্যতেও এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করব।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নানা দাবিতে ১-৭ এপ্রিল বিক্ষোভের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেচেদা

আপনজন: বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানো বন্ধ,বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, চাষের মরশুমে লাইন না কাটা,কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও এল.পি.এস.সি.(জরিমানা) মুকুব,অন্যায়ভাবে লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় না করে গ্রাহকদের জমা রাখা সিকিউরিটির উপর আইনসম্মতভাবে সুদের টাকা ফেরত সহ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি দাবী নিয়ে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১ হইতে ৭ ই এপ্রিল সারা ভারত প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মসূচির প্রস্তুতিতে শুক্রবার মেচেদা রোকেয়া হলে,অ্যাবেকার পূর্ব জেলা কমিটির এক বর্ধিত জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল। বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা সম্পাদক সম্পাদক শংকর মালাকার। নারায়ণবাবু তার বক্তব্যে ওই প্রতিবাদ সপ্তাহে জেলার সমস্ত কাস্টমার কেয়ার সেন্টারগুলিতে গ্রাহকদের উপরোক্ত দাবিতে স্মার্ট মিটার ও অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত নির্দেশের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার আহ্বান জানান। সভায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীকে গ্রাহকদের ৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিতে সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে সামিল হওয়ারও আবেদন জানানো হয়।

একদিকে তীব্র তাপদাহ, অন্যদিকে জ্বলছে ধানশিমলার জঙ্গল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে । তীব্র দাবদাহে একদিকে যেমন জ্বলছে শহর । অন্যদিকে অসাধু ব্যক্তিদের বারবারন্তে লাগলো সোনামুখী থানার ধানশিমলা জঙ্গলে আগুন । আবারো জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে । বাতাসে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা জঙ্গলজুড়ে । দাউ দাউ করে জ্বলছে জঙ্গল । একের পর এক পুড়ছে গাছ । ধোঁয়ায় ঢেকেছে চারিদি । কেউ বা কারা জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে চলে যায় । তবে কারা জঙ্গলে আগুন লাগাচ্ছে তা নিয়ে রীতিমতো চরম ধন্দে সোনামুখী বনদপ্তর । বারবার সোনামুখী জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনায় বন দপ্তরের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । যদিও জঙ্গলে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বনদপ্তরের কর্মীরা এবং সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । অন্যদিকে সোনামুখী বিষ্ণুপুর রাজ্য সড়কের পাশে পাথরমোড়া সংলগ্ন জঙ্গলে আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে হয় দমকল কর্মীদের এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । এ বিষয়ে সোনামুখী রেঞ্জ অফিসার নিলয় রায় কে ফোন করা হলে তিনি আমাদের জানান আমাদের নিয়ম করে প্রতিদিন তিনবার পেট্রোলিং হয় এবং যারা আগুন লাগাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেককে ধরপাকড় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।

ছবি চিরঞ্জিত বিশ্বাস

বর্ধমানে মারপিট মামলায় বিডিএ চেয়ারম্যান সহ ১৩ জনের সাজা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ২০১৭ সালে সংঘটিত এক মারপিটের ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলার রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বর্ধমান আদালত এই মামলায় বিডিএর চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ মোট ১৩ জনের সাজা ঘোষণা করেছে। সাজা ঘোষণার পর থেকে সাজাপ্রাপ্তদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এই রায় জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।সরকারি আইনজীবী সূত্রে জানা গেছে, বিডিএর চেয়ারম্যান তথা বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাকলি গুপ্তাকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ-সহ বাকি ১২ জনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।যাদের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের তালিকায় রয়েছেন: ১. কাকলি গুপ্তা, ২. অনুপ কুমার মন্ডল, ৩. মানস ভট্টাচার্য, ৪. এসকে চান্দু, ৫. এসকে জামাল, ৬. কার্তিক বাগ, ৭. গণেশ বাগ, ৮. অনিল বাগ, ৯. এসকে মুক্তার, ১০. সঞ্জীব প্রসাদ, ১১. সম্ভু সিং, ১২. আতিকুল রহমান এবং ১৩. সজল শর্মা। এই মামলার রায় ঘোষণার পর পূর্ব বর্ধমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে এই রায় নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অনেকে এটিকে ন্যায়বিচার হিসেবে দেখলেও, সাজাপ্রাপ্তদের সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা লক্ষ্য করা গেছে। আগামী দিনে এই রায়ের রাজনৈতিক প্রভাব কী হবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে।

টাইম কল আছে জল পড়ে না, জলের সমস্যায় কুলপির বহু গ্রাম

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: জলের অপর নাম জীবন আর সেই জলই এখন কিনে খেতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার করঞ্জলী, বেলপুকুর সহ একাধিক এলাকায় এই ছবি উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায়। গ্রীষ্মের দাবদহের শুরুতেই জল কষ্টে হাহাকার করছে এলাকার মানুষজন।
প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার কুলপি বিধানসভার বেশ কিছু এলাকা গ্রীষ্মকাল পড়লেই জল স্তরে নেমে যায় ,অনেকটাই নিচে নেমে যাবার ফলে জল পায় না। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বাড়িতে বাড়িতে ট্যাপকলের ব্যবস্থা করলেও তাতে ঠিকঠাক মতন জল আসে না বলেই দাবি এলাকার মানুষের অগত্যা ভরসা করতে হচ্ছে চাপা কলে অথবা পুকুরের ওপরে। কিন্তু সেই ট্যাপ কলেরও বেহালদশা, করল থেকে পড়ছে নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় জল যে জল খাওয়া তো দূরের কথা ব্যবহার পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। অগত্যা এখন জল কিনে খেতে হচ্ছে এলাকার মানুষের এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। বিষয়টি নিয়ে বারে বারে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে জনপ্রতিনিধিদের জানিও কোন ফল হয়নি। একদিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ অন্যদিকে রমজান মাস চলার এখন জলের কষ্টে হাহাকার করছে কুলপির বেশ কিছু এলাকার মানুষজন।
তবে বিষয়টি স্বীকারও করে নিচ্ছে স্থানীয় বেলপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তুহিনা বিবি , তার দাবি এলাকায় সত্যিই জলের সমস্যা রয়েছে ট্যাপকলে জল পড়ে না অন্যদিকে চাপা কল গুলিতে নোনা জল উঠছে।
এলাকার মানুষজন পঞ্চায়েত সদস্য বাড়ি গিয়ে অভিযোগ করছে মাঝেমধ্যেই, কিন্তু বিষয়টি আমি ব্লকে বারে বারে জানিয়েছি কিন্তু তারপরেও কাজ হয়নি।
আর এই বিষয়টি নিয়েই এখন ময়দানে নেমেছে বিরোধীরা তাদের দাবি পঞ্চায়েত থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই জলসাম্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচিতে লক্ষ কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে শাসক দল যে পরিমাণ পাইপ দেয়া দরকার তা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে নিজেদের দলের লোককে কাজ পাইয়ে দিয়েছে। মানুষ জল কি করে পাবে।
তবে বিরোধীদের এই দাবি মানতে নারাজ কুলপি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষার কর্মদক্ষ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সুপ্রিয় হালদার। তিনি জানায় এলাকার মানুষের কিছুটা জলের সমস্যা রয়েছে তবে যেখানেই খবর পাওয়া যাচ্ছে তাই দিয়ে জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
অন্যদিকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জলের সমস্যা দূরীকরণে ওয়াটার ভ্যাট তৈরি করা হয়েছে।
তবে এই জলের কষ্ট থেকে কবে চিরতরে মুক্ত হবে কুলপি এলাকার মানুষ সেই আশাতেই দিন গুনছে তারা।

নমঃশূদ্র বোর্ডের লোকসংস্কৃতি উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ময়নাগুড়ি

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ও নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় রানিরহাট মোড়ে অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত ১ম নমঃশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব ২০২৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ময়নাগুড়ি ব্লকের চুরা ভান্ডার এলাকার রানি হাট মোড়ে। এদিন নমঃশূদ্র লোক-সংস্কৃতি উৎসব শুরু হওয়ার আগে, তাদের তরফ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। পরবর্তীতে শোভাযাত্রাটি রানিহাট এলাকার পরিক্রমা করে অনুষ্ঠান মঞ্চে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিতি সকলকেই বরণ করে নেওয়া হয়। সেইসঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুর, যোগেন্দ্র মণ্ডল, ও বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, ও পুস্পার গুণীবেদন করেন মঞ্চে উপস্থিতি সকলেই। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠান কি মঞ্চের উদ্বোধন করেন প্রদীপ জ্বালিয়ে মুকুল চন্দ্র বৈরাগী, পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান। মহুয়া গোপ, রাজগঞ্জের বিধায়ক খবরেশ্বর রায়, ময়নাগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান অনন্ত দেব অধিকারী, ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, ময়নাগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা অনুষ্ঠানের কনভেনার প্রসেনজিত কুণ্ডু, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদ রঞ্জন রায়, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণারায় বর্মন, ধুপগুড়ির বিধানসভার বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়, সহ অন্যান্যরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে ৫০ জন গুণী জনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের তরফ থেকে। এদিন নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের তরফ থেকে এক সদস্য জানান নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কৃষ্টি কালচার সবকিছু অবলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে বলে, সেই সব কৃষ্টি কালচার সাংস্কৃতিক সবকিছু তুলে ধরা র কারণেই এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

আলবিদা জুম্মায় বোলপুর টাউন মসজিদে ভিড়

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: দীর্ঘ প্রায় ২৭ দিন আগে মাহে রমজান শুরু হয়েছে। এই মাহে রমজান ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষের কাছে খুবই পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাসে মুসলিম সম্প্রদায় মানুষেরা সিয়াম সাধনা করেন অর্থাৎ রোজা রাখেন। সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখে কোন কিছু খাদ্যদ্রব্য পান না করে। দেখতে দেখতে রমজান মাসে ২৭ দিন অতিবাহিত হলো। আর মাত্র হয়তো তিনদিন তারপরেই উদযাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। আজ মাহে রমজানের শেষ জুম্মা অর্থাৎ আলবিদা জুম্মা । এই আলবিদা জুম্মা পড়ার জন্য বোলপুর টাউন জামা মসজিদে ধর্মপ্রাণ বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন আলবিদা জুম্মা নামাজ আদায় করার জন্য। আলবিদা জুম্মা খুৎবা পাঠ করেন জনাব হাফেজ সাবির খান সাহেব।বোলপুর শান্তিনিকেতন ঐতিহ্যবাহিত শহরে একমাত্র বোলপুর টাউন জামা মসজিদে যেখানে বহু মানুষ একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে মঙ্গল কামনায় দোয়া করা হয়।

মসজিদের পেশ ইমামদের ইফতার সামগ্রী, দুঃস্থদের পোশাক প্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দীর্ঘ একমাস কেয়াম সাধনার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর তথা ঈদ উৎসব। সেই উৎসবের আবহে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তথা এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে প্রতিটি থানা এলাকার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় শান্তি বৈঠক। সেখান থেকে মূলতঃ যে বার্তা দেওয়া হয় তা হচ্ছে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব সকলের। জেলা পুলিশ ও এবিষয়ে সদাজাগ্রত। দ্বিতীয়ত অনেক সময় দূর্ঘটনার কবলে পড়ে আনন্দের দিনে নিরানন্দ বয়ে আনে পরিবারের পাশাপাশি এলাকাজুড়ে। বিশেষকরে কচিকাঁচাদের মধ্যে এদিন হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল নিয়ে বেপরোয়াভাবে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত। সেখান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয় অভিভাবকদের মধ্যে। সাথে সাথে ডিজে বক্সের দাপটে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই মোতাবেক সকলেই যেন আইন মেনে চলেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সতর্ক করে দেন। এরপর আজ ২৮ শে মার্চ রমজান মাসের শেষ শুক্রবার যাহা আলবিদা নামে পরিচিত।এর দিন কয়েক পরেই অনুষ্ঠিত হবে খুশির উৎসব ঈদ। যেখানে নতুন পোশাক পরিধান, মিষ্টান্ন মুখ এবং শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব চলে। অনেক অসহায় পরিবার নতুন পোশাক পরিধান থেকে বঞ্চিত হন অর্থনৈতিক অনটনের কারণে। সেই সমস্ত অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং সদাইপুর থানার ওসি মহম্মদ মিকাইল মিয়ার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় থানা এলাকার প্রায় শতাধিক মানুষের মাঝে নতুন পোশাক তুলে তাদের পাশে দাঁড়ালেন মানবিকতার কারণে। পাশাপাশি এদিন সদাইপুর থানা এলাকার সকল মসজিদের পেশ ইমামদের কাছে ঈদ-উল-ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে ইফতার সামগ্রী এবং লাচ্ছার প্যাকেট প্রদান করা হয় প্রতিটি গ্রামের মসজিদে গিয়ে। জেলা পুলিশের এরূপ মানবিক কাজের প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী। জনসংযোগ রক্ষার্থে তথা জনগণের বন্ধু হয়ে উঠার ক্ষেত্রে এএক বড় পদক্ষেপ বলে এলাকাবাসীদের অভিমত।

বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের বস্ত্র বিতরণ

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: পবিত্র ঈদ উল ফিতরের আগে ফের অসহায় মানুষদের পাশে সাগরদিঘীর বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। শুক্রবার সকাল থেকে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী বিধানসভার বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের সামশেরগঞ্জ থানার ডাকবাংলায় অবস্থিত নিজস্ব বাসভবনে প্রায় আট হাজারেরও বেশি মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সেসময় বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস নিজেই উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র ঈদ উপলক্ষে নিজ অসহায় মানুষদের হাতে শাড়ি ও লুঙ্গি তুলে দেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে, দিন কয়েক আগেও বিশালাকারের অনুষ্ঠান করে সাগরদিঘীতে কয়েক হাজার মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেন বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। সাগরদীঘি থেকে বাসে চাপিয়ে অসহায় মানুষদের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে তাদের হাতে বস্ত্র দেওয়া হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মতুয়া ভক্তদের বাসে উঠতে না দেওয়ায় তেহট্টে পথ অবরোধ

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: ঠাকুরনগর থেকে ফিরে আসা মতুয়া ভক্তদের কৃষ্ণনগরে বাসে উঠতে না দেওয়ার অভিযোগে তেহট্ট থানার হরিপুরে পথ অবরোধ । জানা গিয়েছে হরিপুর, ছিটকা এলাকার মতুয়া ভক্তরা ঠাকুরনগর ধাম থেকে বারুনি স্নান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন । অভিযোগ কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ডে এসে কৃষ্ণনগর করিমপুর বাসে উঠতে গেলে, তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত তাদের বাসে তোলা হলেও তাদের সিট দেওয়া হয়নি, এর প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষ্ণনগর করিমপুর রাজ্য সড়কের হরিপুরে এসে মতুয়া ভক্তরা পথ অবরোধ করেন। দীর্ঘ এক ঘন্টা ধরে পথ অবরোধ চলে। পরে পুলিশ এসে আশ্বস্ত করলে অবরোধ উঠে যায় ।

ইমাম সংগঠনের মুখ্য জেলা অফিসের সূচনা

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম-মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার মুখ্য জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল শুক্রবার মুর্শিদাবাদের লালবাগ সুভাষচন্দ্র বোস কলেজ রোড এর সামনে।
এদিন মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার মুখ্য জেলা কার্যালয় উদ্বোধন করলেন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। পাশাপাশি উদ্বোধনে হাত লাগান লালবাগের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অকোলকর রাকেশ মহাদেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংঅল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, জেলা চেয়ারম্যান আনসার আলী, মুফতি নাজমুল হক, মোগরেব সরকার, জাকির হোসেন সহ অন্যান্য ইমাম মোয়াজ্জিন সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ।
এদিনের এই কার্যালয় উদ্বোধনের মাধ্যমে এলাকার অসহায় দুঃস্থ মানুষদের হাতে ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র উপহার দেওয়ার পাশাপাশি এলাকার ইমাম মুয়াজ্জিন ও পুরোহিত দেরও বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়।

ডিপিএসসি চেয়ারম্যানের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর ডিপিএসসি চেয়ারম্যানের উদ্যোগে সংসদ কার্যালয়ে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সংসদ-এর কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান অনিমেষ দে, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দে, অখিল বন্ধু মহাপাত্র, অভিজিৎ ধারা প্রমুখ। রমজান মাসের পবিত্রতা ও তাৎপর্য তুলে ধরে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। চেয়ারম্যান অনিমেষ দে বলেন, “এই ইফতার মাহফিলের উদ্দেশ্য হল সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করা। রমজান মাস আমাদের সহমর্মিতা ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়।”
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দে বলেন, “এই ধরনের আয়োজন সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মেলবন্ধন গড়ে তোলে। আমরা সকলেই এক পরিবারের সদস্য এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের সেই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।”

নদিয়ায় এসসি, ওবিসি সেলের উদ্যোগে ইফতার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া এসসি, ওবিসি সেলের উদ্যোগে শান্তিপুর পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সারগর পাড়া দর্গা তলায় ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়। যেখানে পুরুষ মানুষ ইফতার মাহফিল দেখা এবার মহিলা শতাধিক রোজাদার সামিল হয়। শান্তিপুরের এস সি ওবিসি সেলের সভাপতি মনোজ সরকারের নেতৃত্বে আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠান। শান্তিপুরের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশকে আরও মজবুত করার লক্ষ্য ছিল তার। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রথমবারের মতো শান্তিপুরে একই সঙ্গে মহিলা ও পুরুষরা ইফতারে অংশ নেন, যা সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এই ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলার আইএন টিটি ইউ সি সভাপতি সনৎ চক্রবর্তী, এস সি ওবিসি সেলের নদীয়া জেলার সভাপতি অসীম মন্ডল, শান্তিপুর পৌরসভার উপ-পৌরপতি কৌশিক প্রামাণিক, কাউন্সিলর বৃন্দাবন প্রামাণিক প্রমুখ।

প্রথম নজর

‘রমজান মুবারক’, যতদিন প্রেসিডেন্ট আছি আপনাদের পাশে থাকব: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: সারা বিশ্বের মুসলমানদের রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রমজানের পবিত্রতা ও গুরুত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে হোয়াইট হাউসে বৃহস্পতিবার (২৭ মার্চ) পবিত্র শবে কদর উপলক্ষে এক জাঁকজমকপূর্ণ ইফতার ও নৈশভোজের আয়োজন করেন ট্রাম্প। বিলাসবহুল সাজে সজ্জিত হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘রমজান মুবারক’। নভেম্বরে মুসলিম সম্প্রদায় আমাদের পাশে ছিল। যতদিন প্রেসিডেন্ট আছি, আমি আপনাদের পাশে থাকব।

এ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট মুসলিম-আমেরিকান নেতা, সরকারি কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিকরা অংশ নেন।

ট্রাম্প এ সময় তার নির্বাচনী বিজয়ে মুসলিম আমেরিকানদের ক্রমবর্ধমান সমর্থনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বিশেষ করে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের রেকর্ড সংখ্যক ভোট দেওয়ার কথা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। ট্রাম্প বলেন, আমি হাজার হাজার মুসলিম আমেরিকানদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাদের ২০২৪ সালের নির্বাচনে অবিশ্বাস্যভাবে সমর্থন দিয়েছেন।

বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার প্রশাসনের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। যার মধ্যে অর্থনৈতিক সহায়তা, শিক্ষানীতির সংস্কার এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তিনি ঐতিহাসিক আব্রাহাম চুক্তির সম্প্রসারণ চান, যা বাইডেন প্রশাসনের অধীনে স্থবির হয়ে পড়েছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, আমের গালিব আগামীতে কুয়েতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং মেয়র বিল বাজ্জি তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত প্রিন্সেস রিমাসহ সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, মিসর, কুয়েত, কাতার, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, বাহরাইন, ইরাক, ওমান, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, জিবুতি, ক্যামেরুন, লেবানন, নাইজেরিয়া, গিনি, তানজানিয়া, কেনিয়া, মালদ্বীপ, লিবিয়া, সেনেগাল এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিরা।

ভূমিকম্পে মায়ানমারে ধসে পড়ল ৯১ বছর পুরনো সেতু ‘সাগাইং’

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারের শক্তিশালী ভূমিকম্পে ইরাবতী নদীর ওপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত আভা সেতু ধসে পড়েছে। আজ স্থানীয় সময় বিকেলে ভূমিকম্পে সেতুটি ভেঙে পড়ে বলে মায়ানমারের সংবাদপত্র ইরাবতীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। আজ স্থানীয় সময় বিকেলে ভূমিকম্পে সেতুটি ভেঙে পড়ে। ৯১ বছর বয়সী আভা সেতু পুরোনো ‘সাগাইং’ সেতু নামেও পরিচিত। এটি মায়ানমারের মান্দালয় ও সাগাইং অঞ্চলে ইরাবতী নদীর ওপর বিস্তৃত। ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে মান্দালয়, নেপিদো এবং অন্যান্য এলাকার বেশ কয়েকটি ভবন ধসে পড়ে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল সাগাইং শহরের কাছে। আজ শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৫০মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপের সাইটে বলা হয়েছে। তাতে আরো বলা হয়েছে, মায়ানমারের সাগাইংয়ের ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। প্রাথমিক ভূমিকম্পের মাত্র ১২ মিনিট পরেই মায়ানমারের সাগাইং অঞ্চলে ৬.৪ মাত্রার আরো একটি শক্তিশালী আফটারশক আঘাত হেনেছে।

এ ঘটনায় দেশটির বিভিন্ন স্থানে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে থাইল্যান্ডেও। সেখানে নির্মাণাধীন একটি ৩০ তলা ভবন ধসে ৪৩ জন শ্রমিক আটকা পড়েছে বলে পুলিশ এবং চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

মায়ানমারে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা হাজার ছাড়ানোর আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: জোড়া ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গিয়েছে মায়ানমারের বিস্তীর্ণ এলাকা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে প্রতিবেশী থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককেরও কিছু অংশ। ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন বা ‘আফটারশক’ নিয়ে এখনও আতঙ্ক কাটেনি। ব্যাঙ্ককে বহু মানুষ ভূমিকম্পের সময়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। তারা অনেকে এখনও বাড়ি ফেরেননি। যে ব্যাপক শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছে মায়ানমারে, তাতে মোট নিহতের সংখ্যা কয়েক হাজার হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করছে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব জরিপ ও গবেষণা সংস্থা ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে। নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।

ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ‘যে মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে, তাতে আমারা ধারণা করছি যে মায়ানমারের বিস্তৃত অংশ জুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।’

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ব্যাঙ্ককের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সামনে বহু মানুষ জড়ো হয়েছেন।

মায়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে।

জান্তার তরফে টেলিগ্রামে জানানো হয়েছে, মায়ানমারের ছ’টি রাজ্য এবং প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হচ্ছে। গৃহযুদ্ধের কারণে জান্তা সেনা অনেক এলাকায় পৌঁছোতে পারেনি। যে যে এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে, সেখানে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কেমন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সেই এলাকাগুলিতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেয়া যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতিতে মায়ানমারের জাতীয় বিমান সংস্থা বেশ কিছু ফ্লাইট বাতিল করেছে। সমাজমাধ্যমে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে তারা।

দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মায়ানমারের মোট পাঁচটি শহরে ভূমিকম্পের কারণে বহুতল ভবন ধসে পড়েছে। ভেঙেছে দু’টি সেতু। এ ছাড়া, একটি জাতীয় সড়ক ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙে পড়া ভবনের সংখ্যা প্রচুর। তবে হতাহতের সংখ্যা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি। মায়ানমারের মান্দালয় শহরে ভূমিকম্পের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। একটি আস্ত মসজিদ ভেঙে পড়েছে সেখানে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি, মসজিদের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ‘আমার চোখের সামনে একটা পাঁচতলা বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। গোটা শহরে সবাই রাস্তায়। কেউ কোনও বাড়ির ভিতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছেন না। আমরা খুব ভয়ে আছি।’

মায়ানমারে ভূমিকম্প: জুমার নামাজের সময় মসজিদ ধসে ২০ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় খিত থিত সংবাদমাধ্যমের বরাতে আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মান্দালয় অঞ্চলের শোয়ে ফো শিং মসজিদে কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছেন।

একজন স্বেচ্ছাসেবক বলেছেন, আমরা যখন নামাজ পড়ছিলাম তখন মসজিদটি ধসে পড়ে। প্রায় তিনটি মসজিদ ধসে পড়েছে। সেখানে মানুষ আটকা পড়ে আছে। এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২০ জন মারা গেছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

স্থানীয় ইলেভেন মিডিয়া গ্রুপ জানিয়েছে, মসজিদ ছাড়াও মায়ানমারের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ মন্দির ধসে পড়ার খবর আসছে। টাউঙ্গু শহরে একটি মঠ ধসে পাঁচ জন বাস্তুচ্যুত শিশু প্রাণ হারিয়েছে। আনাদোলু এজেন্সির খবর, ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের ১২ মিনিট পর ফের ৬.৪ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সবশেষ কমপক্ষে ২৮ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

এছাড়া ভূমিকম্পের সময় মান্দালয়ের ঐতিহাসিক আভা সেতুটিও ভেঙে পড়েছে এবং ঐতিহাসিক মান্দালয় প্রাসাদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাষ্ট্র পরিচালিত এমআরটিভি তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে রাজ্য প্রশাসন পরিষদের এক বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সাগাইং অঞ্চল, মান্দালয় অঞ্চল, ম্যাগওয়ে অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব শান রাজ্য, নেপিদো কাউন্সিল এলাকা এবং বাগো অঞ্চলের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

এমআরটিভি জানিয়েছে, ইতোমধ্যে জান্তা প্রধান মিন অং হ্লাইং ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শন করতে ভূমিকম্প-কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ধসে পড়া ভবনে আটকে পড়া ব্যক্তিদের সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি দেশের অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন।

রাজধানী নেপিদোর একটি প্রধান হাসপাতালেও অনেক হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, আহতরা সাগাইং অঞ্চল, মান্দালয় অঞ্চল এবং নেপিদো কাউন্সিল এলাকার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং রক্তের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে।

মায়ানমারে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের ভবনও ধসে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। যার মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ও রয়েছে। ভূমিকম্পে শহরের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ টাওয়ারের কর্মচারীরা নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল বলেছে, তারা ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু এবং পরিবারের নিরাপত্তার জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ‘পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে আমরা প্রভাব মূল্যায়ন করতে এবং তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য অংশীদারদের সাথে কাজ করছি।’

রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে উত্তাল নেপাল, কাঠমান্ডুতে জারি কারফিউ

আপনজন ডেস্ক: রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনে ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল নেপাল। আজ শুক্রবার (২৮ মার্চ) রাজধানী কাঠমান্ডু-সহ সংলগ্ন এলাকায় রাজার সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিক্ষোভকারীরা একাধিক সরকারি ভবন ভাঙচুরের পাশাপাশি গাড়ি ও বিভিন্ন দোকানে অগ্নিসংযোগও করে। পুলিশের সঙ্গে দফায়-দফায় সংঘর্ষ হয়। ওই সংঘর্ষের পরেই রাজধানী কাঠমান্ডু সহ আশেপাশের এলাকয় কারফিউ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। আপাতত রাত দশটা পর্যন্ত কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে কারফিউর মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ঋষিরাম তিওয়ারি। গত কয়েকদিন ধরেই নেপালে ফের গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে পথে নেমেছে রাজা জ্ঞানেন্দ্রর সমর্থকরা। সেই সঙ্গে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ নেপালে আবার রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে হিন্দুত্বকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবিতেও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। এদিন বিকালে পরিস্থিতির আচমকাই অবনতি হয়। রাজতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভকারীরা পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভ শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি ভবন ভাঙচুর করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনকুনে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মী এবং বিক্ষোভকারী আহত হন। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাধব নেপালের দল সিপিএন (ইউনিফাইড সোশ্যালিস্ট) এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করার পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এমনকি ব্যক্তিগত বাড়ি, দোকান, সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়, রাজনৈতিক দলের অফিস এবং সরকারি সম্পত্তিতেও ভাঙচুর চালানো হয়। বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় কাঠমান্ডুর জেলা প্রশাসন বানেশ্বর-তিনকুনে এবং আশেপাশের এলাকায় কারফিউ জারি করেছে। জেলা প্রশাসক ঋষিরাম তিওয়ারি জানিয়েছেন, কারফিউ চলাকালীন নির্ধারিত এলাকায় জমায়েত, সমাবেশ এবং বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের ৭৩ মিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ৭৩ মিলিয়ন ডলার নতুন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টে বলেছেন, ‘ডব্লিউএফপির মাধ্যমে এই খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা ১০ লাখের বেশি মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান করবে।’

তিনি এ-ও বলেন, ‘এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদাররা এ ধরনের জীবন রক্ষাকারী সহায়তার মাধ্যমে বোঝা ভাগ করে নেওয়ার সঙ্গে মিলিত হবেন।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসন ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির অংশ হিসেবে বিদেশি সহায়তায় ব্যাপক ছেদ টেনেছেন। সেই সঙ্গে ফেডারেল ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস এবং মার্কিন সরকারের কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মধ্যে এই অনুদান আসছে।

এর আগে, জাতিসংঘের দুটি সংস্থা সতর্ক করে দিয়েছিল যে তহবিলের ঘাটতি গত আট বছর ধরে প্রতিবেশী মায়ানমারে সহিংসতার কারণে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য রেশনের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। শরণার্থীরা আশঙ্কা করছেন যে, তহবিল হ্রাসের ফলে ক্ষুধা আরো বাড়বে।

গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা কমার পাশাপাশি এগুলো অপরাধ বাড়াবে বলেও আশঙ্কা করা হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সবচেয়ে বড় সহায়তা প্রদানকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র; প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে দেশটি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাসপাতালে শত শত আহত মানুষ, হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা

মায়ানমারে ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর রাজধানী নেপিডোতে অবস্থিত ১,০০০ শয্যার হাসপাতালে আহত শত শত রোগী ভিড় করছেন। কেউ কেউ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, কারও শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। চিকিৎসকরা জানান, ভূমিকম্পে রাজধানীর বড় হাসপাতালটি নিজেই কেঁপে ওঠে। প্রায় আধা মিনিট ধরে মাটি প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকে। হাসপাতালের আশেপাশে রাস্তাঘাট ভেঙে যায়। জরুরি বিভাগটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হাসপাতালের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শত শত আহত মানুষ আসছে। কিন্তু এখানকার জরুরি ভবনটি অনেকটা ভেঙে পড়েছে।

ব্যাংকক পোস্ট জানিয়েছে, হাসপাতালে অনেক আহতদের আনা হয়েছিল - কেউ কেউ গাড়িতে, কেউ কেউ পিকআপে, আবার কেউ কেউ স্ট্রেচারে করে যাচ্ছিল। তাদের শরীর রক্তাক্ত এবং ধুলোয় ঢাকা। হাসপাতালের একজন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের চিকিৎসা এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার সময় বলছিলেন, ‘এটি একটি গণ-ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা’।

একজন চিকিৎসক এএফপিকে বলেন, অনেক আহত মানুষ আসছেন। আমি এর আগে এমন কিছু দেখিনি। আমরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি খুব ক্লান্ত।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, চিকিৎসা নিতে আসা কেউ কেউ ব্যথায় কাঁদছিল। অন্যরা চুপ করে শুয়ে ছিল, আত্মীয়রা তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। কেউ কেউ মাথা হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে বসে ছিল, তাদের মুখ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল।

মিয়ানমারের সামরিক প্রধান মিন অং হ্লাইং হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা আহতদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার সাগাইং শহরের উত্তর-পশ্চিমে আঘাত হানা ৭.৭ মাত্রার অগভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে মিয়ানমারের রাজধানী প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। কয়েক মিনিট পর একই এলাকায় ৬.৪ মাত্রার একটি ‘আফটারশক’ আঘাত হানে।

ভূমিকম্পের সময় এএফপির সাংবাদিকদের একটি দল নেপিদোতে জাতীয় জাদুঘরে ছিল। সেখানে ভূমিকম্পের প্রভাবে ছাদ ভেঙে ইটের টুকরো পড়ে এবং দেয়ালে ফাটল ধরে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৫মি.

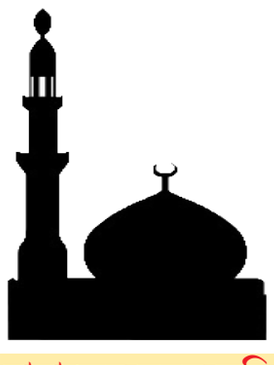

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১০	৫.৩১
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৫	
এশা	৭.০৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০৩	

অবশেষে বৃষ্টিতে দক্ষিণ কোরিয়ার দাবানল নিয়ন্ত্রণে স্বস্তি

আপনজন ডেস্ক: বৃষ্টিপাতের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলা ভয়াবহ দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৮ জনে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষ আজ শুক্রবার এই খবর জানিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়া ২০২৪ সালে রেকর্ড তাপমাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কয়েক মাস ধরে এই অঞ্চলে গড়ের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তবে বৃহস্পতিবার রাতভর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে।

চীন-জাপানের সঙ্গে বিরল বাণিজ্য বৈঠকের ঘোষণা দক্ষিণ কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে সিউলে মিলিত হচ্ছেন দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও চীনের শীর্ষ বাণিজ্য কর্মকর্তারা। আগামী রবিবার (৩০ মার্চ) সিউলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করবেন দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং চীনের শীর্ষ বাণিজ্য কর্মকর্তারা। শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সরকারি সূত্র এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি নয় এমন সব গাড়ি ও ছোট ট্রাকের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়ার কয়েকদিন পর এ ত্রিদেশীয় বৈঠকের ঘোষণা এলো। গত পাঁচ বছরে এই প্রথম দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও চীন যৌথভাবে শীর্ষ বাণিজ্য বৈঠক করছে।

দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান অটো রপ্তানিকারক প্রধান দেশ এবং চীনও মার্কিন শুল্ক ব্যবস্থার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সরকারি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, ‘আগামী রবিবার সকালে সিউলে ত্রিপক্ষীয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য মন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।’

বৈঠকে দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্পমন্ত্রী আহন ডুক-গিউন, জাপানের শিল্পমন্ত্রী ইয়োজি মুটো এবং চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েন্টাও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হবে।

খার্তুমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়ার দাবি সেনাবাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: সুদানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা রাজধানী খার্তুমের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ পুনরুদ্ধারের পর এ ঘটনা ঘটল।

খার্তুম থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র নাবিল আবদুল্লাহ এক বিবৃতিতে ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধরত র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ‘আমাদের সেনাবাহিনী বাহিনী আজ (শুক্রবার) খার্তুম এলাকার দাগলো সন্ত্রাসী মিলিশিয়ার অবশিষ্টাংশের শেষ এলাকাগুলো সফলভাবে এবং জোরপূর্বক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছে।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন (মাদ্রাসা)

GOV.Regd no-1033/0024

মদিনা নগর টোহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোষ্ট-টোহাটি, থানা: সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯

Mob: 9830401057 | Email: darululoom149@gmail.com

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিচেছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মনিটরিং করানো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্যদের সিলেবাস এবং আরবি বিভাগ ক্বাফিয়া পর্যন্ত, তজবিদসহ হিফস মোকাম্মাল। ক্বেরাত এ হাফস এ বছর খোলা হইবে। অজিফার ব্যবস্থা থাকিবে (আলেম এবং হাফেজ হতে হবে)। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আসরবাদ খেলার সময় দেওয়া হয় মগরিব পর্যন্ত। গরীব এতিমদের ফ্রি ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শিঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। দানের ক্ষেত্রে আয়কর এ ছাড়

সকল ধর্মভীরু দ্বীদদরদি ভাইদের কাছে বিশেষ আবেদন আমাদের মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশন ওয়েল ফেয়ার Income tax ছাড় পাওয়া যায়। অন্য মাদ্রাসার মতো এই মাদ্রাসাকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে অবগত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার ইহকাল এবং পরকাল কামিয়াব করিবেন। আমিন।

INCOME TAX APROVAL NO

10B Registration no: AACTM5965EF2014 MADINA NAGAR ISLAMIC EDUCATIONAL AND WEL FARE TRUST SBI A/C NO-30800716497, IFC Code - SBIN0001451– MOB-9830401057

সভাপতি
মুফতি লিয়াকাত সাহেব, ইন্তাজ আলি শাহ, ইউসুফ মোল্লা

সহ সভাপতি
আবুলবাসার, আব্দুল্লাহ সরদার

সম্পাদক
ইমাম হোসেন সেখ

সহ সম্পাদক
সৈয়েদ রহমাতুল্লাহ, আব্দুর রহমান মোল্লা

বিঃদ্রঃ- দু'জন হাফেজ ক্বারী শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষক প্রয়োজন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৮৬ সংখ্যা, ১৪ চৈত্র ১৪৩১, ২৮ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

সাধ্যের মধ্যে ব্যয় বাঞ্ছনীয়

সামানবসভ্যতার এক হৃদয়স্পর্শী সংযোজনের নাম উৎসব। ইহা কখনো ধর্মীয়, কখনো জাতিগত কিংবা সাংস্কৃতিক হইয়া থাকে। এই উৎসবের সহিত জড়াইয়া থাকে মানুষের আবেগ, আনন্দ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রতি। বিশেষ করিয়া প্রতিটি ধর্মীয় উৎসবে মানুষ যাহার পর নাই আনন্দে মাতিয়া উঠে। এক ধর্মের মানুষ আরেক ধর্মের মানুষকে অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন করিয়া থাকে। নতুন পোশাক, নতুন স্থান পরিদর্শন উৎসবে মানুষ খুবই পছন্দ করে।

আধুনিক কালে উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাপক কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায়। বহু মানুষের পেশা তৈরি হইয়াছে, যাহা কেবল উৎসবকে কেন্দ্র করিয়াই। রহিয়াছে উৎসব ঘিরিয়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বাণিজ্যও। এমনও দেখা যায়, যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহারা কেহ উৎসব উপলক্ষ্যে নতুন বাড়ি অথবা গাড়ি ক্রয় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ব্যয়বহুল পর্যটনে নামিয়া পড়েন।

অর্থকড়িসম্পন্ন অনেক মানুষই উৎসবের নামে ‘এলাহি কারবার’ করিয়া থাকেন।

উৎসবের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হইল-যাহার যেই রকম সামর্থ্যই থাকুক না কেন, উৎসবের আনন্দের রং বা ঘনত্ব সকলেরই প্রায় সমান হইয়া থাকে। কেহ গাড়ি ক্রয় করিয়া আনন্দ পান, কেহ-বা একটি জামা ক্রয় করিয়া। নিশ্চয়ই সকলে উৎসব করিবে, সকলের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে; কিন্তু যাহাদের আয় অঢেল নহে, তাহাদেরকে উৎসবে একটু ভাবিয়াই চলিতে হয়।

এই সকল ধর্মীয় উৎসবে শুধু বিভিন্ন দেশের সরকারই নহে, স্বয়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানও উৎসব ভাতা প্রদান করিয়া মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। শ্রমিক-কর্মচারীদের উৎসবকে সাবলীল করিয়া তুলিতে পরবর্তী মাসের বেতন-মজুরি অগ্রিম প্রদান করা হয়।

সেই অর্থ দিয়া মানুষ মার্কেটিং করা, পর্যাপ্ত উৎবের খাবার ক্রয় করা, সন্তানাদিকে সহায়তা করিয়া থাকেন। প্রতিটি মানুষের আয় উপার্জন এক রকম নহে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার ব্যয় নির্ধারণ করা। লক্ষ রাখা, যাহাতে অপচয় না হয়। ইংরেজিতে একটি বহুল উচ্চারিত কথা আছে-cut your coat according to your cloth. অর্থাৎ, ব্যয় করো তোমার সাধ্যের মধ্যে।

আমরা লক্ষ্য করি, কখনো কখনো উৎসবে সীমিত আয়ের মানুষ কেহ কেহ তাহার উপার্জিত অথবা বেতন-বোনাস সকলই আবেগের বশবর্তী হইয়া ব্যয় করিয়া ফেলেন।

ইহা খানিকটা অপরিণামদর্শিতাই বলা যায়। নিশ্চয়ই আনন্দের জন্য এবং প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালনে ব্যয় করিতে হইবে; কিন্তু উহা যেন উৎসব-পরবর্তী সময়ে কষ্টে না ফালাইয়া দেয় সেই দিকে লক্ষ রাখাও জরুরি। বিশেষ করিয়া, যাহারা নির্দিষ্ট আয় করেন, তাহাদের হিসাব করিয়া চলাই বাঞ্ছনীয়।

যদি দেখা যায়, উৎসবের আনন্দ করিলাম, সাধ্য অনুযায়ী ব্যয় করিলাম এবং উৎসব-পরবর্তী সময় পকেট খালি হইয়া গেল এবং মৌলিক প্রয়োজন মিটাইতে ধার-হাওলাতের দিকে হাত বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে উৎসবের আনন্দের স্মৃতি ম্লান হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। আবার ইহাও লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে, উৎসবে প্রয়োজনীয় দিকে নজর না দিয়া অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি না হয়।

যেমন ইসলামে ঈদুল ফিতরে জাকাতের নিয়ম বা প্রথা চালু রহিয়াছে। যাহার জন্য জাকাত ফরজ, তিনি তাহা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া যদি ব্যয়বহুল পর্যটনে বাহির হন, উহা ঈদ উৎসবের তাৎপর্যকেই খাটো করিয়া দেয়। সুতরাং আমাদের প্রতিটি মানুষের বুঝিয়া চলা অতি জরুরি যে, ব্যয় কতটা অর্থবহ হইল।

এরদোগান বিরোধী লড়াইয়ে শামিল তরুণরা কী বার্তা দিচ্ছেন

তরুণদের রাস্তায় বিক্ষোভ আবার প্রাণ ফেরাচ্ছে ধুঁকতে থাকা প্রগতিশীল দলগুলোর মধ্যে। এই মডেল সব জায়গায় কাজে লাগতে পারে। টানা ২২ বছর ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করা এবং তুর্কি জনগণকে ইসলামিক ফ্যাসিবাদের অনুগত বানানোর চেষ্টা–এই সবকিছুর বিরুদ্ধে এবার রুখে দাঁড়াচ্ছে তুরস্ক। দেশজুড়ে, এমনকি সরকারপন্থী এলাকাগুলোতেও, এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ চলছে। লিখেছেন **ইচে তেমেলকুরান।**

তরুণদের রাস্তায় বিক্ষোভ আবার প্রাণ ফেরাচ্ছে ধুঁকতে থাকা প্রগতিশীল দলগুলোর মধ্যে। এই মডেল সব জায়গায় কাজে লাগতে পারে।

টানা ২২ বছর ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করা এবং তুর্কি জনগণকে ইসলামিক ফ্যাসিবাদের অনুগত বানানোর চেষ্টা–এই সবকিছুর বিরুদ্ধে এবার রুখে দাঁড়াচ্ছে তুরস্ক। দেশজুড়ে, এমনকি সরকারপন্থী এলাকাগুলোতেও, এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ চলছে। এই প্রতিবাদের আগুন আরও বেড়েছে ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করার পর। গ্রেপ্তারের কয়েক দিনের মধ্যেই আন্দোলন আরও বড় আকার নেয়। গণতন্ত্র, সম্মান আর স্বাধীনতার দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। অনেকের কাছে এটি ২০১৩ সালের আন্দোলনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। তবে এবার পরিস্থিতি অন্য রকম। এরদোগানের শাসনে বেড়ে ওঠা তরুণেরা ভবিষ্যৎ নিয়ে একসময় হতাশ ছিলেন। তাঁরা এখন রাস্তায় নেমেছেন। পুলিশের নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন আর জনসমাগম নিষিদ্ধ হওয়ার পরও তাঁরা ঝুঁকি নিচ্ছেন।

একটি পোস্টারে লেখা স্লোগান পুরো পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছে–‘আমরা যদি পুড়ি, তবে তোমরাও আমাদের সঙ্গে পুড়বে’। বিক্ষোভে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-রসিকতা থাকলেও, সবাই জানে, এটি মজা করে লেখা নয়। তুরস্ক এখন এমন এক মোড়ে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। যা হওয়ার, তা হয়েই গেছে। হয় এরদোগান পিছু হটবেন, নাহলে...। সেই ‘নাহলে’ কী হতে পারে, তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। তবে ভয় ভাঙার এই জেদ নজিরবিহীন। আর এবারের ঘটনা ২০১৩ সালের আন্দোলনের মতো নয়। প্রধান বিরোধী দলও এই রাজনৈতিক প্রতিরোধকে আশ্রয় দিচ্ছে; অন্তত চেষ্টা করছে।

ইমামোগলু শুধু ইস্তাম্বুলের মেয়র নন, তিনি এরদোগানের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীও। গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক আগে তিনি ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন যে ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন।

বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, ইমামোগলুর জনপ্রিয়তা এরদোগানকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এরদোগানের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, পরিকল্পনা ছিল ইমামোগলুকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করে বিরোধী দল পরিচালনার জন্য একজন সরকারি লোককে বসানো। এভাবেই এরদোগান বছরের পর বছর ধরে বিরোধীদের দমন করে আসছেন। আগেও বহু বিরোধী মেয়রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এবার জনগণ জানত যে ইমামোগলুর পালা আসবে।

এটা শুধু তুরস্কের প্রশ্ন নয়। শিগগিরই ইউরোপসহ সারা বিশ্বকেও এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। গণতন্ত্রকে কর্তৃত্ববাদী উত্থান থেকে রক্ষা করতে হলে তরুণদের শক্তিকে কি এই ভেঙে পড়া রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে? গ্রেপ্তারের আগে শেষ ভিডিওতে, পোশাক পরতে পরতে ইমামোগলু শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘আমি জনগণের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকব।’

ইমামোগলুর কথাকে সংগ্রামের ডাক হিসেবে নিয়ে, প্রথম রাত থেকেই লাখো মানুষ শহরের বিভিন্ন স্কয়ারে জড়ো হয়েছেন। প্রধান বিরোধী দল বিক্ষোভের ব্যাপকতা দেখে প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে গণ-আন্দোলনে রূপ দেয়। তারা জনগণকে আহ্বান জানায় ইমামোগলুর পক্ষে ভোট দিতে, যাতে সরকারকে দেখানো যায় যে তাঁর প্রতি সমর্থন দলীয় রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় দেড় কোটি মানুষ ভোট দেন ইমামোগলুর পক্ষে। এই ভোট ইমামোগলুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী প্রার্থী হিসেবে নিশ্চিত করে।

বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, ইমামোগলুর জনপ্রিয়তা এরদোগানকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এরদোগানের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, পরিকল্পনা ছিল ইমামোগলুকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করে বিরোধী দল পরিচালনার জন্য একজন সরকারি লোককে বসানো। এভাবেই এরদোগান বছরের পর বছর ধরে বিরোধীদের দমন করে আসছেন। আগেও বহু বিরোধী মেয়রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এবার জনগণ জানত যে ইমামোগলুর পালা আসবে। এটা শুধু তুরস্কের প্রশ্ন নয়। শিগগিরই ইউরোপসহ সারা বিশ্বকেও এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। গণতন্ত্রকে কর্তৃত্ববাদী উত্থান থেকে রক্ষা করতে হলে তরুণদের শক্তিকে কি এই ভেঙে পড়া রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে? গ্রেপ্তারের আগে শেষ ভিডিওতে, পোশাক পরতে পরতে ইমামোগলু শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘আমি জনগণের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকব।’ ইমামোগলুর কথাকে সংগ্রামের ডাক হিসেবে নিয়ে, প্রথম রাত থেকেই লাখো মানুষ শহরের বিভিন্ন স্কয়ারে জড়ো হয়েছেন। প্রধান বিরোধী দল বিক্ষোভের ব্যাপকতা দেখে প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে গণ-আন্দোলনে রূপ দেয়। তারা জনগণকে আহ্বান জানায় ইমামোগলুর পক্ষে ভোট দিতে, যাতে সরকারকে দেখানো যায় যে তাঁর প্রতি সমর্থন দলীয় রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় দেড় কোটি মানুষ ভোট দেন ইমামোগলুর পক্ষে। এই ভোট ইমামোগলুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী প্রার্থী হিসেবে নিশ্চিত করে।

এই পুরো ঘটনাপ্রবাহ কিছুটা জটিল মনে হতে পারে। স্বৈরশাসকের সীমাহীন মিথ্যা ও কূটকৌশল বোঝা সত্যিই কঠিন। কিন্তু তুরস্কের এই আন্দোলন শুধু দেশটির জন্য নয়, বরং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

গত দশকে আমরা দেখেছি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে শুধু মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়। অকুপাই আন্দোলনের মতো রাস্তার বিক্ষোভ খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল। কিন্তু তা উগ্র ডানপন্থার উত্থান প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ‘আবার চেষ্টা করো, আবার ব্যর্থ হও’–এই কৌশল বহুবার পরীক্ষা করা হয়েছে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্র। স্পষ্টতই যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটরা বা ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর মতো প্রচলিত রাজনৈতিক দল জনগণের ক্ষোভ ও নৈতিক বিক্ষোভকে কাজে লাগাতে পারেনি। এই ক্ষোভ এরদোগান বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো নেতাদের কারণে জন্ম নিয়েছে।

রাস্তার আন্দোলন থেকে যে রাজনৈতিক শক্তি আসে, তা অস্থির ও অনিশ্চিত। এ কারণে প্রচলিত দলগুলো তা গ্রহণ করতে ভয় পায়। অন্যদিকে, তরুণ জনগোষ্ঠীও ক্লান্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চায় না। তাহলে সমাধান কী?

প্রচলিত প্রগতিশীল বিরোধী দলগুলোর অবস্থা এখন জাহাজডুবির মতো। তারা যেন একেকটা ধ্বংসস্তূপ। গত পাঁচ দশকে তারা ধীরে ধীরে সব প্রাণশক্তি হারিয়েছে। আর এর পেছনে বিশেষভাবে কাজ করেছে উদারনৈতিক (নিওলিবারেল) শাসনের সঙ্গে তাদের আপস। এতে সমাজের প্রকৃত প্রগতিশীল অংশগুলোর সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ তারা অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক, ফলে কার্যত একেকটা অচল দৈত্য। তারা নতুন উগ্র ডানপন্থার গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না।

কিন্তু তুরস্কে যা ঘটছে, তা এক অন্য রকম পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তরুণদের বিদ্রোহী শক্তি এই ধ্বংসস্তূপের চারপাশে জড়ো হচ্ছে, একে নতুন প্রাণ দিচ্ছে, একে ধ্বংস হওয়া জাহাজ থেকে প্রাণবন্ত প্রবালপ্রাচীরে রূপান্তরিত করছে। কয়েক দিন ধরে তরুণ নেতৃত্ব দলীয় বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে। তারা যৌথ আন্দোলনের পথ ঠিক করতে প্রতিনিয়ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নিশ্চিত করছে যে এই ক্ষোভ শুধু ইমামোগলুর গ্রেপ্তারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যেন বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবি তোলে।

তরুণদের উপস্থিতি বিরোধী আন্দোলনের গতিপথ বদলে দিচ্ছে। তাদের প্রাণশক্তি সমাজতান্ত্রিক বিরোধী দলকে টেনে তুলছে। একদিকে তরুণেরা শিখছেন কীভাবে এই বিশাল, মন্থর রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিতে হয়। অন্যদিকে বিরোধী দলও বাধ্য হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে, যাতে তারা এরদোগানের নিষ্ঠুর শাসনের মোকাবিলা করতে যথেষ্ট তৎপর ও সাহসী হতে পারে।

তবে এটা শুধু তুরস্কের প্রশ্ন নয়। শিগগিরই ইউরোপসহ সারা বিশ্বকেও এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। গণতন্ত্রকে কর্তৃত্ববাদী উত্থান থেকে রক্ষা করতে হলে তরুণদের শক্তিকে কি এই ভেঙে পড়া রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে? তরুণেরা কি একে মৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জীবন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন? ইতিহাসের পাল্লা যখন স্বৈরাচারের দিকে ঝুঁকছে, তখন এর জবাব দিতে চলেছে তুরস্ক।

ইচে তেমেলকুরান তুরস্কের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া ইংরেজির অনুবাদ

ভয় দেখিয়ে খামেনিকে চুক্তি করাতে পারবেন ট্রাম্প?

সৈয়দ হোসেন মুসাভিয়ান

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনে হুতিদের ওপর হামলা চালিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি হুতিদের দিক থেকে ছোড়া প্রতিটি গুলির জন্য ইরানকে দায়ী করবেন এবং এর জন্য ‘ভয়াবহ’ পরিণতি ভোগ করতে হবে।

এদিকে ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে তাদের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় মারাত্মক হামলা করেছে। এ হামলায় ৪০০ জন নিহত হয়েছেন, যাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা বেড়েই চলছে। এ সংঘাত পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করবে।

দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনভার নেওয়ার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার করে ইরানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা এবং একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছেন।

১২ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির কাছে ট্রাম্পের একটি চিঠি পৌঁছে দেন।

ইসরায়েলি সূত্র দাবি করেছে, চিঠিটা ছিল কঠোর। নতুন একটি পারমাণবিক চুক্তির জন্য দুই মাস সময় বেঁধে দিয়েছেন। সেটা না হলে কঠোর পরিণতির জন্য সতর্ক করেছেন।

ইয়েমেনে মার্কিন হামলা এবং ইরানকে হুমকি দেওয়ার ঘটনা কূটনৈতিক পথে সমস্যা সমাধানে ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি কতটা, তা নিয়ে তেহরানকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। যাহোক, ইরানের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটা এখনো পরিষ্কার নয়।

খামেনি কি সরাসরি আলোচনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবেন, নাকি কিছু শর্তের ভিত্তিতে সেটা গ্রহণ করবেন?

তেহরান কী জবাব দেবে, সেটা শুধু পারমাণবিক চুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ইরান-যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যৎ সুসম্পর্ক ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়বে।

ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফ ট্রাম্পের চিঠির ইতিবাচক ও গঠনমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। টেলিভিশন উপস্থাপক টাকার কার্লসনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ট্রাম্প খোলামনে ইরানের জন্য ‘সবকিছু পরিষ্কার’ করার একটা সুযোগ চান এবং তাদের সঙ্গে আস্থা স্থাপন করতে চান। চিঠিতে ট্রাম্প বারবার করে বলেছেন, ‘আমি শান্তির প্রেসিডেন্ট। এটাই আমরা চাই। সামরিকভাবে এটা করার কোনো কারণ নেই। আমাদের আলোচনা করা উচিত।’

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে প্রায় দুই দশক কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। এ সময়ে বিশেষ করে পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজের অভিজ্ঞাতা আমার রয়েছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ বছর ধরে গবেষণার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটি সফল কূটনীতির জন্য নির্ধারক বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেছি।

ট্রাম্প ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার ৪০ বছরের অচলাবস্থা ভেঙে দিতে পারেন। নিচের নীতিগুলো অনুসরণ করা হলে বৈরিতার অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা এখানে অপরিহার্য। ইরানিদের সভ্যতার বয়স সাত হাজার বছর। সভ্যতা নিয়ে তারা গর্বিত জাতি। হুমকি, অপমান, জবরদস্তির মাধ্যমে তাদের আলোচনার টেবিলে বসানো যাবে না। খামেনির ব্যক্তিত্ব ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তেহরান কথার চেয়ে কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়। ২০২৪ সালের নির্বাচনের প্রচারণার সময় এবং তারপরে ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক বিষয়ে এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের বিরোধিতা করে ইতিবাচক ও গঠনমূলক বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সর্বোচ্চ চাপ দেওয়ার নীতি এবং বৈরিতা বাড়ানোর নীতি আবার চালু করেন। কথা নয়, ওয়াশিংটন বাস্তবে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তার ওপর ইরানের সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে।

আলাপ-আলোচনার সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান যে পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করতে না পারে, সেটাই তাঁর একমাত্র উদ্বেগ।

যাহোক, ৪ ফেব্রুয়ারির স্মারকে তিনি পারমাণবিক ইস্যু ছাপিয়ে আঞ্চলিক বিষয়, প্রতিরক্ষা সক্ষমতা, মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবাদের মতো বিষয়গুলোও যুক্ত করেছেন।

যেকোনো সমন্বিত আলোচনা অবশ্যই ধাপে ধাপে করার জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ চুক্তি দরকার। যদি ওয়াশিংটন এমন একটি চুক্তি চায়, যা মোটামুটিভাবে উভয় দেশের স্বার্থ পূরণ করে, তবে সেটি তেহরানের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অবশেষে চুক্তির স্থায়িত্বটা গুরুত্বপূর্ণ। ১২ বছরের আলোচনার পর ইরান ২০১৫ সালে পারমাণবিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ নম্বর রেজল্যুশন দ্বারা সমর্থিত হলেও ২০১৮ সালে ট্রাম্প সেই চুক্তি থেকে সরে এসেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এসে যে নতুন চুক্তি থেকে বের হয়ে যাবে না, সেই নিশ্চয়তা নিয়ে ইরানের বড় ধরনের উদ্বেগ থাকবে।

সৈয়দ হোসেন মুসাভিয়ান প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য নিরাপত্তা ও পারমাণবিক নীতি বিশেষজ্ঞ এবং ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সাবেক প্রধান।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধির উদ্যোগে তিন হাজার বস্ত্র বিলি

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ডোমকল ব্লকের ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি সৌরভ হোসেনের উদ্যোগে ঈদ উপলক্ষে তিন হাজার অসহায় দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র উপহার ।

ঈদের খুশি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ডোমকলের ঘোড়ামারা অঞ্চলে প্রায় ৩০০০ মানুষের হাতে শাড়ি , লুঙ্গি সহ পোষাক তুলে দিল প্রধান প্রতিনিধি সৌরভ হোসেন।

সৌরভ হোসেন যেমন প্রধান প্রতিনিধি পাশাপাশি তিনি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা।

সৌরভ হোসেন জানান ঈদের সময় বহু পরিবারেরই নতুন পোষাক কিনতে পারে না। সেই সব পরিবারের কথা মাথায় রেখেই তাদের পাশে দাঁড়াতে এদিনের এই উদ্যোগ। ২৭শে রমজান শুক্রবার পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব হাসান, পঞ্চায়েত প্রধান মিন্টু মন্ডল,রায়পুর পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি রেন্টু মন্ডল, টাউন তৃণমূল সহ সভাপতি রেন্টু মন্ডল সহ অঞ্চল সভাপতি মনিরুল ইসলাম ও ডোমকল তিন নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি হাসিবুল ইসলাম মুকুলের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি সৌরভ হোসেন তার নিজস্ব বাস ভবন থেকে এলাকার অসহায় দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করেন। এহনও উদ্যোগ নিয়ে সৌরভ হোসেন বলেন ছোট বেলায় আমি আমার আব্বাকে দেখেছিলাম সাধারণ গরিব দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে । তাছাড়াও আমার ভাই বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের শিক্ষায় আমি শিক্ষিত, উনি বরাবর সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচুর দান করেন সেই মত আমিও তার পথেই চলার চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। আমি খুব আনন্দ পাই। সৌরভ আরো বলেন সাধ্যমত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। আমার সন্তানের হাত দিয়ে পোষাক তুলে দিলাম যাতে সেও বড় হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।

মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে এবার থানার দ্বারস্থ গ্রামের মহিলারা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এলাকার একাধিক বাড়িতে বিক্রি হচ্ছে চোলাই মদ। দীর্ঘদিন ধরেই চলছে বেআইনিভাবে চোলাই মদের ঠেক। মদে আসক্ত হয়ে বাড়ির পুরুষেরা মহিলাদের মারধর করছেন বলেই অভিযোগ। তাই মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে এবার থানার দ্বারস্থ মহিলারা।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চেঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূর্বচকবিতন এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, এলাকার মহিলারা এদিন দল বেঁধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি আবগারি দপ্তরেও লিখিত অভিযোগ জানান তারা। মহিলাদের অভিযোগ, এলাকায় রমরমিয়ে চলছে চোলাইয়ের কারবার। আর সেই মদ খেয়েই পুরুষেরা বাড়ি ফিরে নানা কারণে তাদের মারধর করছে ও পারিবারিক অশান্তি লাগিয়ে রেখেছে। পাশাপাশি এর প্রভাব পড়ছে বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ওপরে। বিষয়টি নিয়ে এর আগেও স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোন লাভ হয়নি। তাই এদিন তারা বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। মহিলাদের দাবি চোলাই মদের ঠেক ভেঙে ফেলতে সক্রিয় হোক প্রশাসন।

এ বিষয়ে সখি বালা বর্মন নামে এক মহিলা জানান, ‘মদ খেয়ে পুরুষেরা বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন গন্ডগোল করে। মদের কারনে পারিবারিক অশান্তি লেগেই রয়েছে। আশেপাশে চারটি বাড়িতে রয়েছে চোলাই মদের ঠেক। আমরা এর আগে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছি বিষয়টি নিয়ে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। তাই আজ আমরা বালুরঘাট থানার দারস্থ হয়েছি। আমাদের দাবি প্রশাসন সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়ে চোলাই মদের ঠেক গুলিকে ভেঙে দিক।’

ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের ওপর হামলা ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙড়ে ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শুক্রবার।এই এলাকার সাংবাদিকরা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর উদ্যোগে ব্রিজ হচ্ছে বলে কয়েকদিন আগে একটি খবর করে, আর তারপরে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ। আর সাংবাদিকের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ওই ডিজিটাল মিডিয়া সহ অন্যান্য মিডিয়ার সাংবাদিকরা কালো কাপড় পরে শুক্রবার ভাঙড় থানায় ডেপুটেশন জমা দিতে গেলে ফের হামলার শিকার হন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে থানায় করা অভিযোগে সাংবাদিকদের লাঠি ও বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধরের হামলায় প্রায় ২০ জন সাংবাদিক আহত হয়েছে। হামলাকারীরা ক্যামেরা, বুমসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ।এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল মিডিয়া ফেডারেশনের সম্পাদক সাকিরুল ইসলাম জানান, এটি শুধুমাত্র কিছু সাংবাদিকের ওপর হামলা নয়,বরং গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। থানার সামনেই যদি এমন ঘটনা ঘটে,তবে এটা আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি।এই ঘটনার বিরুদ্ধে বারুইপুর পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি, ভাঙড় থানার ওসি এবং জেলা প্রশাসনের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এদিন সাংবাদিকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উলুবেড়িয়ায় যুব তৃণমূলের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: খুশির ঈদে সবাই খুশি, সবার মুখে ফুটুক হাঁসি। এই কথাটির বাস্তব রূপ দিল উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেলিম মোল্লা। উল্লেখ্য,দু'দিন পরেই খুশির পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। ঈদের সময়েও অসহায় দুঃস্থ পরিবারের নতুন বস্ত্র জোগাড় করা হয়নি,সেই সকল পরিবারের ক্ষুদেদের মুখে হাঁসি ফোটাতে শুক্রবার সকালে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেলিম মোল্লা ৫০ জনেরও বেশি শিশুদের উলুবেড়িয়ার একটি নামী জামা-কাপড়ের শোরুমে নিয়ে গিয়ে,সেই সকল শিশুদের পছন্দসয়ী জামা-কাপড় কিনে দিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেখ দেরাসাত হোসেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

একাধিক দাবিতে গণ আইন অমান্য কর্মসূচির ঘোষণা এসইউসিআইয়ের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: একাধিক দাবিকে সামনে রেখে আগামী ৩ রা এপ্রিল সারা রাজ্য জুড়ে গণ আইন অমান্য কর্মসূচির আয়োজন করতে চলেছে এস ইউ সি আই দল।এস ইউ সি আই দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহবানে অভয়ার ন্যায় বিচার, গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর বর্বর পুলিশি অত্যাচার বন্ধ, রাজ্য সরকারি স্তর থেকে পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, দুর্নীতি বন্ধেরদাবিতে, আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে আগামী ৩ রা এপ্রিল রাজ্যের জেলায় জেলায় এই আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করবে তাঁরা। আর এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার বারুইপুরে সাংবাদিক বৈঠকে এস ইউ সি আই দলের তরফে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুনির্দিষ্ট দাবি গুলো তুলে ধরা হয়। দাবি গুলো হলো, স্থায়ী নদী বাঁধ নির্মাণ, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার রেলপথ সম্প্রসারণ ও ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেচের জল,জল নিকাশির সুব্যবস্থা, হিমঘর নির্মাণ,শ্রম নির্ভর শিল্প স্থাপন,জেলার অভ্যন্তরে ব্লক হাসপাতাল গুলির সার্বিক উন্নয়ন, সুন্দরবনের নদীতে মানুষের অধিকার রক্ষা এবং জীবন জীবিকার অনুসারী শিল্প স্থাপন,গোসাবার গদখালীতে ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে এবং জেলার অভ্যন্তরে মদের দোকান প্রসার বন্ধ করতে সরকারি উদ্যোগ নিতে হবে।আর এই দশ দফা দাবিতে বারুইপুর,ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ ও ক্যানিং মহকুমা শাসকের দপ্তরে ৩ রাএপ্রিল বেলা ৩টায় গণ আইন অমান্য সংগঠিত হবে। এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক ও এস ইউ সি আই এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য তরুণ কান্তি নস্কর, কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্য কমিটির সদস্য জয়কৃষ্ণ হালদার, রাজ্য কমিটির সদস্য বাদল সরদার, রাজ্য কমিটির সদস্য সুজিত পাত্র, রাজ্য কমিটি সদস্য গোপাল সাহু ও বিশ্বনাথ সরদার।

শহীদ সাজু স্মরণে সভা ও ইফতার মজলিশ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় নানুর বিধানসভার নানুর থানার অন্তর্গত পাপুড়ি গ্রামে স্মরণে শহীদ সাজু মঞ্চে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই স্মরণ সভায় কয়েক হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন পাপুড়ি হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার ও বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় , নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি,, পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক, পূর্ব বর্ধমান কেতুগ্রামের বিধায়ক শেখ শাহনাওয়াজ, বোলপুরের সাংসদ তথা লোকসভার প্রার্থী অসিত মাল মহাশয়ও অন্যান্য তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দ। এই শহীদ স্মরণ সভায় শহীদদের প্রতি পুষ্প স্তবক দিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এই স্মরণ সভার মূল উদ্যোগ বীরভূম সভাধিপতি কাজল শেখের।

অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নানুরের বহু তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে বললেন কাজল শেখ তাদের পাশে আমি ছিলাম এবং থাকব। নানুর সুচপুর গণহ্যার কথা স্মরণ করেন কাজল শেখ।

এদিন বীরভূমের নানুরে নিজের গ্রাম পাপুড়িতে শহীদ স্মরণে এক সভার ডাক দিয়েছিলেন কাজল শেখ। নানুর বিধানসভার তৃণমূলের সমস্ত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রমজান মাস চলছে। সেই জন্য সংখ্যালঘু মানুষ দের জন্য রোজা ইফতারি ও নামাজের বিশাল আয়োজন করা হয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠানে আসা মানুষজন কাজলের ভূমিকা নিয়ে খুশি ও উচ্ছ্বসিত। হাজার হাজার মানুষ এই শহীদ স্মরণ জনসভায় হাজির হয়েছিলেন।।

সমাজতত্ত্ব বিভাগে বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

জয়দেব বেরা ● মেদিনীপুর

আপনজন: গত শুক্রবার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল সমাজতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হাফিজ মঈনুদ্দিন মহাশয়ের দীর্ঘ কর্মজীবনের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান।উনার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্ব পান ২০০৫ সালে।উনার হাত ধরেই এই বিভাগের পথ চলা শুরু হয়।উনি ছিলেন একজন সুনামধন্য লেখক এবং সমাজতাত্ত্বিক।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ সহ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা।

মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করার দাবিতে দেশজুড়ে জুমার নামাজে হাতে কালো কাপড় বেঁধে মৌন প্রতিবাদ আন্দোলন করল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। এই আন্দোলনের সাড়া দিয়ে এদিন ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমি জামা মসজিদে ল' বোর্ডের সদস্য ও সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা কামরুজ্জামান সাধারণ নামাজিদের হাতে কাপড় বেঁধে দেন। বক্তৃতায় কামরুজ্জামান বলেন এই বিল প্রত্যাহার করে সকলের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও ধর্মীয়স্থানের মর্যাদাকে সুরক্ষিত করতে হবে।

দেওবন্দের কৃতি ছাত্রকে নওদায় সংবর্ধনা

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা জমিয়তের পক্ষ থেকে সদ্য দারুল উলুম দেওবন্দের দাওরা হাদিসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট স্থান অর্জনকারী কৃতি ছাত্র হাফেজ মাওলানা আবরারুল আরেফিন-কে শুক্রবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের নওদার বাগাছাড়ায় তার নিজস্ব বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় জেলা জমিয়তের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মুফতি ইসরাইল সাহেব, জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা ক্বারী হাবিবুর রহমান , জমিয়তের অফিস সেক্রেটারি মাওলানা সাইমুদ্দিন এবং গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হাফেজ নজরুল ইসলাম।

এই কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের জন্য তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। জেলা জমিয়তের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সংবর্ধিত করা হবে।

মুর্শিদাবাদের ছাত্রদের এবং দ্বীনি শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়া শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সকলের নিকট দোয়া কামনা করছি, যাতে আমাদের আগামী প্রজন্ম দ্বীনি খেদমতে আরও উজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা...

আপনজন: ঈদুল ফিতর আর কয়েকদিন বাকি। তার আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা শুরু হল। হাওড়া থেকে বালুরঘাট এক্সপ্রেসে আজিমগঞ্জ স্টেশনে নেমে পরিযায়ী শ্রমিকদের রেললাইন ধরে ঝুঁকির পারাপার। শুক্রবার দুপুরে আজিমগঞ্জ জংশনে। ছবি ও তথ্য: সারিউল ইসলাম

৫৬ নং ওয়ার্ডে ইফতার মজলিশ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে কলকাতা পৌরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য তথা ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের বি বি বাগান অঞ্চলে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় এবং এস কে ইকবাল ও প্রিন্স ইকবালের ব্যবস্থাপনায় একটি ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।

এই ইফতার পার্টি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র পারিষদ সদস্য তথা ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি স্বপন সমাদ্দার ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস কে একলাখ খান, মোঃ সাবিরুদ্দিন, মমতাজ আলম। ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতি শ্রী মুকেশ সাও, কিশোর দাস, দেবাশীষ বিশ্বাস, সমীর সাহা, পরেশ রায়, দেবাশীষ দাস, বিনোদ গুপ্তসহ প্রমুখ।

ডোমজুড়ে শিশু খুনে গ্রেফতার এক নাবালক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ডাসপাড়া এলাকার চাঞ্চল্যকর শিশু খুনের ঘটনায় এবার নতুন মোড়। বৃহস্পতিবার বাড়ির কিছুটা দূরে ঝোপের মধ্যে পাওয়া যায় বছর চারেকের এক শিশুর দেহ। তার মুখে ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিলো। গলায় জামার ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। খবর পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় ওই শিশুকে হেঁটে যেতে। তার পিছনে ছিলো এক নাবালক।সেই সূত্র ধরে ওই নাবালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জেরায় ভেঙে পড়ে সে অপরাধের কথা স্বীকার করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা ওই নাবালক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এখানে দর্জির কাজ শিখতে এসেছিল সে। পুলিশ জানায়, সামান্য এক কারণেই এই খুনের ঘটনা।

মালদার বনাঞ্চলে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শুক্রবার পুরাতন মালদহের, যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের সব থেকে বড় ফরেস্ট তথা যাত্রা ডাঙ্গা ফরেস্টে প্রায় ৯০০ একরের একটি ফরেস্টে হঠাৎ দাবানলের মতো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে।এর ফলে আশপাশের এলাকার গ্রামে আতঙ্কিত ছরিয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বিভাগের এবং বনদপ্তর বিভাগের কর্মীরা,পাশাপাশি যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ অত্র এলাকার গ্রামবাসীরা। আগুন নেভানোর কাজে নেমে পড়ে সকলেই ।খবর লেখা পর্যন্ত বিশাল বড় ফরেস্ট থাকায় দুপুর আনুমানিক দুটো পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি, স্থানীয় লোকজন সহ দমকল বিভাগের কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু যোগাযোগ খারাপ থাকার কারণে ঘটনাস্থলে দমকল বিভাগের কোন ইঞ্জিন প্রবেশ করতে পারেনি এর ফলে আগুন নেভাতে ব্যাঘাত ঘটে । অবশেষে ফরেস্টের পাশে একটি জলের নালা থাকায় সেখান থেকে পাম্প মেশিন চালিয়ে জল সংগ্রহ করে আগুন নেভানোর চেষ্টা চলে। যাত্রা ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বামী রঞ্জন লোহার জানান, আমরা সকাল থেকে আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছি এলাকার লোকজন সহ দমকল কর্মীরা, অবিরাম চেষ্টা চালিযাছে আগুন নেভানোর কাজ।তবে ফরেস্ট যথেষ্ট বড় থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ মগরাহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: ‘শুভেচ্ছা’ পরিবারের পক্ষে হতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের মোল্লারচক গ্রামে প্রায় একশো জন নারী ও পুরুষের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার তুলে দেয়া হয়। ২০২৩ সালে বেশ কিছু শিক্ষক মহাযয়ের উদ্যোগে জন্ম নেয় শুভেচ্ছা নামক মানবতাবাদী সংগঠনটি।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নারায়ণ বৈদ্য, আব্দুল মাজিত, দীপক কুমার দাস, আলোক সূর, মামুন মোল্লা , মিনহাজ আহমেদ, বিকাশ চন্দ্র মন্ডল, তৌহিদ আহমেদ, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

দ্বীনিয়াত মুনাজ্জামের সহায়তা

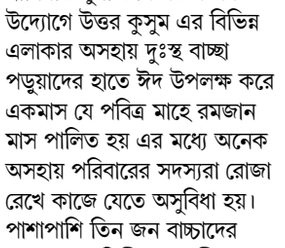

বাইজিদ মন্ডল ● উস্থি

আপনজন: উত্তর কুসুম ছোট পাড়া দ্বীনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তব এর উদ্যোগে উত্তর কুসুম এর বিভিন্ন এলাকার অসহায় দুঃস্থ বাচ্ছা পড়ুয়াদের হাতে ঈদ উপলক্ষ করে একমাস যে পবিত্র মাহে রমজান মাস পালিত হয় এর মধ্যে অনেক অসহায় পরিবারের সদস্যরা রোজা রেখে কাজে যেতে অসুবিধা হয়। পাশাপাশি তিন জন বাচ্চাদের হাতে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসাবে তাদেরকে প্রাইজ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে দ্বিনিয়াত মুনাজ্জাম এর ছাত্র ছাত্রীদের আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর কুসুম ছোট পাড়া মুনাজ্জাম কমিটির সেক্রেটারি ও মূল আহ্বায়ক মাস্টার শারফুদ্দিন, মিল্লী ইত্তেহাদ কমিটির সদস্য নূর আলম, আব্দুস সাঈদ লস্কর, কালিমুল্লা গাজী, এহসানুর গাজী, জাহিরুদ্দিন লস্কর, মোস্তাকিম আখন,সেলিম আখন, হাফেজ ইমাম আব্দুল করিম, মোয়াজ্জেম অলি মামুদ লস্কর প্রমুখ।

আমডাঙায় জিআইওর স্টুডেন্ট মিট

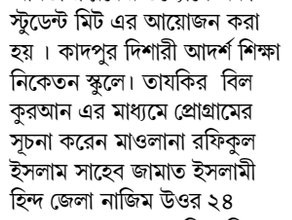

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: বুধবার জিআইও আমডাঙ্গা ব্লকের উদ্যোগে একটি স্টুডেন্ট মিট এর আয়োজন করা হয় । কাদপুর দিশারী আদর্শ শিক্ষা নিকেতন স্কুলে। তাযকির বিল কুরআন এর মাধ্যমে প্রোগ্রামের সূচনা করেন মাওলানা রফিকুল ইসলাম সাহেব জামাত ইসলামী হিন্দ জেলা নাজিম উওর ২৪ পরগনা । এরপর প্রারম্ভিক কিছু কথা বলেন মাওলানা আব্দুস সামাদ ব্লক নাজিম আমডাঙ্গা । দারসে হাদিস পেশ করেন জিআইও ক্যাম্পাস সেক্রেটারি নিশাত পারভীন। প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন জিআইও ডিসি মেম্বার সালমা সিরিন। জি আই ও এর পরিচিতি তুলে ধরেন জি আই ও জেলা সভাপতি রুমালি রিফা। পরিশেষে হেদায়েত ও দোয়ার মাধ্যমে প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষনা করেন মাওলানা আব্দুস সামাদ সাহেব ব্লক নাজিম। প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন সায়েরা খাতুন।

ঈদ বস্ত্র বিলি

আপনজন: তরুণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন শতাধিক ব্যক্তিকে ঈদবস্ত্র তুলে হল বিষ্ণুপুরের বগডহরা ঈদগাহ ময়দানে। ছবি: আবদুস সামাদ মণ্ডল

মারাদোনার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা চিকিৎসক দিলেন আরও ভয়ংকর তথ্য

আপনজন ডেস্ক: ডিয়েগো মারাদোনার মৃতদেহের ময়নাতদন্তে অংশ নিয়েছিলেন ফরেনসিক চিকিৎসক মরিসিও কাসিনেল্লি। গতকাল সান ইসিদরো আদালতে তিনি সাক্ষ্য দেন, মারাদোনার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মনে হয়েছে '৮৬ বিশ্বকাপ কিংবদন্তি 'যন্ত্রণা'য় ভুগে মারা গেছেন।

মারাদোনার শেষ দিনগুলোয় চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন যে আটজন, তাঁদের মধ্যে সাতজনের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে বিচার চলছে বুয়েনস এইরেসের সান ইসিদরো আদালতে। কোকেন ও মদ্যপানে আসক্ত মারাদোনা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সপ্তাহ দুয়েক পর ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর না-ফেরার দেশে পাড়ি জমান। বুয়েনস এইরেসের এক অভিজাত এলাকায় ভাড়া করা বাড়িতে জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছে কিংবদন্তি ফুটবলারের।

হৃদ্‌রোগ ও লিভার সিরোসিসে ভুগে মারা যাওয়ার আগে 'অন্তত ১০ দিন' ধরে মারাদোনার ফুসফুসে জল জমেছে বলে আদালতে সাক্ষ্য দেন কাসিনেল্লি। বিচারকদের তিনি বলেন, মারাদোনার চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও নার্সদের এ বিষয়টি খেয়াল করা উচিত ছিল। কাসিনেল্লি বলেছেন, মারাদোনার হৃৎপিণ্ডের ওজন 'স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছিল'। যেটার কারণে নিঃসন্দেহে মৃত্যুর আগে অন্তত ১২ ঘণ্টা তিনি 'যন্ত্রণা'য় ভুগেছেন। কৌঁসুলিরা বলেছেন, সাতজনের মেডিকেল দলের অধীনে মারাদোনার শেষ দিনগুলো ছিল 'হরর থিয়েটার'।

অস্ত্রোপচারের দুই সপ্তাহ পর হৃদ্‌যন্ত্র বিকল ও 'অ্যাকিউট পালমোনারি এডেমা'য় ভুগে মারাদোনাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ফুসফুসে জল জমলে এই অবস্থা হয়। কাসিনেল্লি আরও বলেছেন, যে বাড়িতে মারাদোনা মারা যান, সেটা 'ঘরোয়া হাসপাতালের জন্য বেমানান' বলে মনে হয়েছে তাঁর। মামলায় বিবাদীপক্ষকে 'সম্ভাব্য ইচ্ছাপ্রসূত অবহেলাজনিত হত্যা'র দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। রোগী মারাও যেতে পারেন, তা জেনেও কিছু সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন তাঁরা।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের ৮ থেকে ২৫ বছরের জেল হতে পারে। কৌঁসুলিরা অভিযোগ করেছেন, মৃত্যুর আগে মারাদোনাকে 'দীর্ঘ ও যন্ত্রণাকাতর সময়' ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ মামলায় প্রায় ১২০ জনের সাক্ষ্যদানের কথা রয়েছে, যা চলতে পারে আগামী জুলাই পর্যন্ত।

ঋষভ পন্তের উপর রেগে গিয়ে টেলিভিশন ভাঙলেন উপস্থাপক

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল উপলক্ষে ইউটিউব চ্যানেল 'স্পোর্টস তাক'-এ সরাসরি অনুষ্ঠান চলছিল। এমন সময় হঠাৎ তিনি মেজাজ হারিয়ে টেবিলে থাকা শক্ত কোনো বস্তু তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারেন পেছনে থাকা টেলিভিশনে। এতে স্ক্রিন ফুটো হয়ে টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যায়।

এটুকুতেই ক্ষান্ত হননি। স্টুডিওর কাঁচের টেবিলেও ধাক্কা দেন। এতে টেবিলের সঙ্গে সাজিয়ে রাখা একটি ব্যাট মঞ্চ থেকে ছিটকে পড়ে। এ সময় তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন পাশে থাকা এক ব্যক্তি।

এমন অদ্ভুত কাণ্ড যিনি ঘটিয়েছেন, তিনি অনুষ্ঠানেরই উপস্থাপক! নাম তাঁর পঙ্কজ। গত রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ পরবর্তী আলোচনা অনুষ্ঠানে তাঁর মেজাজ হারানোর কারণ ঋষভ পন্তের হতশ্রী ব্যাটিং। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সাংবাদিক বিক্রান্ত গুপ্তও উপস্থিত ছিলেন।

আইপিএলের মেগা নিলামে ২৭ কোটি রুপিতে পন্তকে কিনেছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। অর্থের ঝনাঝনানির এই টি-টোয়েন্টি লিগের ইতিহাসে ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানই সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়। লক্ষ্ণৌর অধিনায়কও করা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু রেকর্ড দামের চাপ ঠিকই টের পাচ্ছেন পন্ত। সবচেয়ে দামি হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে সমর্থকদের প্রত্যাশাও অনেক বেশি।

নিজের দিনে যেকোনো বোলিং আক্রমণকে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন পন্ত। মাঠের সব পাশেই উদ্ভাবনী শট খেলে দর্শকদের বিনোদনও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ বছর তাঁকে ছন্দে দেখা যাচ্ছে না। গত সোমবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে লক্ষ্ণৌর জার্সিতে নিজের অভিষেক ম্যাচে ০ রানে আউট হন পন্ত। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে স্টাম্পিংও মিস করেন। ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ১ উইকেটে হেরে যায় লক্ষ্ণৌ।

গত রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে লক্ষ্ণৌ অনায়াসে জিতলেও ব্যাট হাতে আবারও হতাশ করেন পন্ত। হার্শাল প্যাটেলের বলে উইকেট ছুঁড়ে আসার আগে করতে পারেন ১৫ বলে ১৫ রান। অথচ কাল তিনি ব্যাটিংয়ে নামার আগে লক্ষ্ণৌর জয়ের ভিত গড়ে দিয়ে যান নিকোলাস পুরান (২৬ বলে ৭০ রান)। ৮ উইকেট হাতে নিয়ে ৬৮ বলে দরকার ছিল ৭১ রান।

পুরোপুরি চাপমুক্ত থেকেও ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ হওয়াতেই মূলত পন্তের ওপর বেজায় চটে যান উপস্থাপক পঙ্কজ। সেটার প্রতিক্রিয়া দেখান টেলিভিশন ভেঙে ও কাঁচের টেবিলটা প্রায় উল্টে ফেলে।

টেলিভিশনে শক্ত বস্তুটা ছুঁড়ে মারার আগে পন্তকে উদ্দেশ্য করে পঙ্কজ বলতে থাকেন, 'আরে ভাই, তুমি আরও কতবার সুযোগ পেতে চাও? আইপিএল চলছে আর সে একের পর এক সুযোগ পেয়েই যাচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি, সে কী করবে, তা আগেই বলে দেওয়া যায়। ওর ওপর আর ভরসা করা যায় না। সে কেমন অধিনায়ক? ওর মতো অধিনায়ক আমাদের দরকার নেই।'

উপস্থাপক পঙ্কজের টেলিভিশন ভাঙার ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল। এক নেটিজেন তাঁর আচরণকে 'জঘন্য' বলেছেন।

অবশ্য পন্তের ব্যাটিং দেখে কারও চটে যাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। গত ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্টে বাজে শট খেলে আউট হওয়ার পর মেজাজ হারান সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময়েই ভারতীয় কিংবদন্তি পন্তকে তিনবার 'স্টুপিড' ডাকেন।

নিলামে কেউ কেনেনি, সেই 'লর্ড' শার্দূলই এখন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের ক্রিকেটে কয়েকজন খেলোয়াড়কে সমর্থকেরা ট্রল করে 'লর্ড' তকমা দিয়েছেন। বারবার সুযোগ পাওয়ার পরও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হওয়া কিংবা পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাবের কারণেই তাঁদের সঙ্গে এমন রসিকতা সমর্থকদের। ভারতের ক্রিকেটেও এমন একজন আছেন, যাঁর নামের আগে 'লর্ড' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আইপিএলে গত রাতে সেই লর্ডের দারুণ পারফরম্যান্সের পর ফেসবুক-এক্স-ইনস্টাগ্রাম এ ধরনের মিম দিয়ে ছেয়ে গেছে, এমনকি ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোও এক প্রতিবেদনে তাঁকে 'লর্ড' সম্বোধন করেছে!

কার কথা বলা হচ্ছে, এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। শার্দূল ঠাকুর, যাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটে অনেকেই চেনেন 'লর্ড' শার্দূল ঠাকুর কিংবা 'লর্ড' ঠাকুর নামে।

৩৩ বছর বয়সী এই পেসার আইপিএলে যাযাবর ক্রিকেটারদের একজন। ধারাবাহিক নয় বলেই কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজিতে লম্বা সময় স্থায়ী হতে পারেননি। এবারের মৌসুমে খেলছেন লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে, ১০ বছরের আইপিএল ক্যারিয়ারে যেটি তাঁর ষষ্ঠ ফ্র্যাঞ্চাইজি। এর আগে খেলেছেন পাঞ্জাব কিংস, রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টস, চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সে।

তবে যে পরিস্থিতিতে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস শার্দূলের ওপর আস্থা রেখেছে, তাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি নিশ্চয় কৃতজ্ঞ। তাঁর জন্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশের সবচেয়ে সুন্দর ও যথার্থ ভাষা হতে পারত আস্থার প্রতিদান দেওয়া এবং সেটাই তিনি দিয়ে যাচ্ছেন। ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে অবিক্রীত ছিলেন শার্দূল। অনেকেই হয়তো ভেবেছিলেন, এবারের মৌসুমে তাঁর খেলা হবে না। কিন্তু লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস পেসার মহসিন খানের হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় কপাল খুলে যায় শার্দূলের।

সুখবরটা পান গত শনিবার আসর শুরুর দিনেই। 'নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের পুল' থেকে তাঁকে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপিতে দলে ভেড়ায় শার্দূল।

নিলামে উপেক্ষিত এই বোলারই আইপিএলের চলমান মৌসুমে এখন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। ২ ম্যাচে তাঁর উইকেট ৬টি। ১ ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়ে দুইয়ে আছেন চেন্নাইয়ের আফগান স্পিনার নুর আহমদ। বিশাখাপত্তনমে গত সোমবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ২ উইকেট নেন শার্দূল। দুটিই ইনিংসের প্রথম ওভারে। এরপর আরেক ওভার করেন। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে সেদিন তাঁকে আর বোলিংয়েই আনেননি লক্ষ্ণৌ অধিনায়ক ঋষভ পন্ত। লক্ষ্ণৌ শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হেরে যায় ১ উইকেটে।

তবে হায়দরাবাদে গত রাতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্ণৌ। আইপিএলের সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাটিং লাইনআপ হিসেবে বিবেচিত সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে তারা থামিয়েছে ১৯০ রানে, যেখানে নিয়মিত ২৫০ রানকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছিল হায়দরাবাদ! নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শদের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ১৯১ রানের লক্ষ্য ২৩ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখে টপকে গেছে লক্ষ্ণৌ।

ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা, হাইনরিখ ক্লাসেনদের এত 'অল্পতেই' বেঁধে ফেলার কৃতিত্বটা শার্দূল ঠাকুরের। কাল তাঁর বোলিং কোটা পূরণ করিয়েছেন লক্ষ্ণৌ অধিনায়ক পন্ত। ৪ ওভারে ৩২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন শার্দূল। ৯৭ ম্যাচের আইপিএল ক্যারিয়ারের এটিই তাঁর সেরা বোলিং। শুধু কি তা-ই? কাল মোহাম্মদ শামিকে আউট করে আইপিএল ইতিহাসের ২৫তম বোলার হিসেবে ১০০ উইকেটের মাইলফলকও ছুঁয়েছেন।

বল হাতে ব্যবধান গড়ে দেওয়ায় ব্যাটসম্যানের দিনেও ম্যাচসেরার পুরস্কারটা তাই শার্দূলের হাতে উঠেছে। কাল ম্যাচসেরার পুরস্কার নিতে গিয়ে পেয়ে গেছেন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির প্রতীক 'পার্পল ক্যাপ'ও। গত কয়েক মাসের মেহনতের ফসল হিসেবেই হয়তো ক্যাপটা আপাতত তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে। অথচ মেগা নিলামে দল না পাওয়ায় শার্দূল নিজেও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে যাওয়ারও

আইপিএল

পরিকল্পনা করেছিলেন। কাল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সেই কথাই জানালেন, 'সত্যি বলতে, এবারের আইপিএলে খেলতে পারব ভাবিনি। নিজস্ব (ভিন্ন) পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল। রঞ্জি ট্রফি চলার সময় জহির খান (লক্ষ্ণৌর পেস বোলিং পরামর্শক) একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "সম্ভাব্য বদলি হিসেবে তোমাকে দলে নেওয়া হতে পারে। তাই খেলা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ো না। যদি তোমাকে নেওয়া হয়, তাহলে শুরু থেকেই খেলানো হবে।"'

শার্দূলের ক্যারিয়ারে চোটও কয়েকবার হানা দিয়েছে। ২০১৯ সালে প্রথমবার পায়ের অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে অ্যাক্কেলের অস্ত্রোপচার করান। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে চোটের কারণেই সেই যে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন, আর ফেরা হয়নি।

পুরোপুরি সেরে ওঠার পর নিজেকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়েছেন শার্দূল। আগে একটা উইকেট পেলেই বুনো উদ্‌যাপন করতেন, কাল ৪ উইকেট শিকারের পরেও কী নির্লিপ্ত!

আইপিএল নিলামে অবিক্রীত থাকার পর শার্দূলকে নিয়ে আরও বেশি ট্রল হয়। এমনকি মাঠেও বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে। সর্বশেষ বিজয় হাজারে ট্রফির একটি ম্যাচে বাউন্ডারির কাছে ফিল্ডিং করছিলেন শার্দূল। তখন গ্যালারিতে থাকা কয়েকজন দর্শক তাঁর নাম ধরে 'আনসোল্ড, আনসোল্ড' বলতে থাকেন। সেই দর্শকদের দিকে তিনি ফিরেও তাকাননি। এ নিয়ে কোনো অভিযোগও করেননি। জবাবটা হয়তো বল হাতেই দিতে চেয়েছিলেন এবং সেটা দিয়েছেনও।

শার্দূল যে আগের তুলনায় এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী, সেটা বোঝা গেছে তাঁর কথাতেও, 'উত্থান-পতন জীবনেরই অংশ। তবে আমি সব সময় নিজের দক্ষতার ওপর আস্থা রেখেছি।'

মৌসুমজুড়ে লক্ষ্ণৌ নিশ্চয় বদলে যাওয়া এই 'লর্ড' শার্দূল ঠাকুরকেই দেখতে চাইবে!

৪১ বলে ১৩ ছক্কা, ১২৩ রান করা কে এই হায়দরাবাদের অনিকেত

আপনজন ডেস্ক: অনিকেত বর্মা—নামটা লিখে গুগল করুন। ক্যারিয়ারটা দেখে অবাক হবেন। আইপিএল খেলছেন, কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটের কোনো রেকর্ড নেই। মানে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেননি, লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে খেলেননি। ২৭ মার্চ আইপিএলে অভিষেকের ম্যাচের আগে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র ১টি। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির সেই ম্যাচটিতেও আবার আউট হন প্রথম বলে। রেকর্ড বুকে এত নেই এর প্রাধান্যর পরও কীভাবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলছেন অনিকেত?

অনিকেতের সামর্থ্য নিয়ে এখন প্রশ্ন নেই। প্রশ্নের উত্তর কিছুটা গতকালই তিনি দিয়েছেন। কাল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে ১৩ বলে ৫ ছক্কায় ৩৬ রানের ইনিংস খেলেছেন এই ব্যাটসম্যান। সব মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে, ছক্কা মারতেই হায়দরাবাদ তাঁকে দলে নিয়েছে। এই ছক্কা এর আগে তিনি মেরেছেন কোথায়? উত্তর প্রদেশে জন্ম নেওয়া অনিকেত আলোচনায় আসেন ২০২৪ সালে। হায়দরাবাদ তাঁকে দলে নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ প্রিমিয়ার লিগের পারফরম্যান্স দেখে। গত বছর মধ্যপ্রদেশ প্রিমিয়ার লিগে অনিকেত ছিলেন সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। ভোপাল লিওপার্ডসের হয়ে ৬ ম্যাচে তিনি ২৭৩ রান করেন।

একটি ইনিংস তো অনেকটাই অবিশ্বাস্য। ১৩ ছক্কায় সেদিন করেন ৪১ বলে ১২৩ রান। আর কী লাগে! আইপিএল নিলামে এরপর তাঁকে ৩০ লাখ রুপিতে দলে নিয়ে নেয় ছক্কার বাড়তি কদর করা হায়দরাবাদ। এ ছাড়া অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়েও তিনি নজর কেড়েছিলেন—কর্নাটকের বিপক্ষে ৭৫ বলে ১০১ রান করেছিলেন, যেখানে মারেন ৮টি ছক্কা।

অনিকেতের ক্রিকেটের সফরটা এতটা সহজ নয়। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি মাকে হারান, বড় হন চাচা অমিত বর্মার কাছে। ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটা সময়ে ভোপালে থাকার জায়গাটাও নাকি ছিল না এই ক্রিকেটারের। সেখান থেকে খুব দ্রুত ভাগ্যবদল হয়েছে হায়দরাবাদের হাত ধরে।

বাকিটা এখন নির্ভর করছে তাঁর পারফরম্যান্সের ওপর।

ছক্কাবিশেষজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান মিডিয়াম পেসও করতে পারেন। সব মিলিয়ে তাঁর মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখছে হায়দরাবাদ!

বই পড়ে ও টিভি-রেডিও মেরামত করে কারাগারে এক বছর কেটেছে রবিনিওর

আপনজন ডেস্ক: একসময় ফুটবল মাঠে দাপট দেখিয়েছেন। খেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদ, এসি মিলান, ম্যানচেস্টার সিটির মতো ক্লাবে। ব্রাজিলের সেই তারকা ফরোয়ার্ড রবিনিও এখন কারাগারের চার দেয়ালে বন্দী।

৪১ বছর বয়সী রবিনিওর অপরাধ সবার জানা। ২০১৩ সালে এসি মিলানে থাকতে এক আলবেনিয়ান নারীকে ইতালির একটি নৈশক্লাবে ধর্ষণ করেছিলেন। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দেশটির আদালত তাঁকে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেন। কিন্তু রায়ের আগেই তিনি ইতালি ছেড়ে যাওয়ায় ব্রাজিল সরকারকে শাস্তি কার্যকরের আহ্বান জানান ইতালির সর্বোচ্চ আদালত। শাস্তি কার্যকর করতেই গত বছর মার্চের শেষ দিকে রবিনিওকে গ্রেপ্তার করে ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ। এরপর থেকে তাঁর জীবন কাটছে সাও পাওলোর ত্রেমেম্বে কারাগারে। সম্প্রতি সাবেক এই ফুটবলারের কারাবন্দী জীবনের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। বিখ্যাত ও কুখ্যাত উভয় ধরনের ব্যক্তিদের কারাগার হিসেবে ত্রেমেম্বের সুনাম আছে। সেখানে যেমন লুইস এস্তেভাওয়ের মতো রাজনীতিবিদ, পিমেন্তা নেভেসের মতো সাংবাদিক জেল খাটছেন আবার ক্রিস্তিয়ান ক্রাভিনিওস, আলেক্সান্দার নার্দোনির মতো খুনিরাও আছেন।

কারাগারে রবিনিওর এক বছর কীভাবে কেটেছে, তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছে স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা। সংবাদপত্রটিকে রবিনিওর আইনজীবী মারিও রোসো অনেক তথ্যই দিয়েছেন।

ব্রাজিলের কারা আইন অনুযায়ী, কোনো কয়েদি ভালো আচরণ ও ভালো কাজ করলে তাঁর সাজা কমানোর সুযোগ থাকে, এমনকি প্যারোলে মুক্তিও পেতে পারেন। রবিনিও এখন সেদিকেই মনোযোগী।

ত্রেমেম্বে কারাগারে আট বর্গমিটারের একটি কক্ষে আছেন রবিনিও। তাঁর সঙ্গে ২২ বছর বয়সী এক যুবক আছেন, যাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ব্রাজিলের একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কারাগারে রবিনিওর আচরণ অনেকের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। অন্য বন্দীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক খুব ভালো। কারাগারে রবিনিও নতুন চাকরিও পেয়েছেন। গত বছর গ্রেপ্তার হওয়ার পর ১০ দিন একটি আইসোলেশন সেলে ছিলেন রবিনিও। পরে তাঁকে সাধারণ সেলে স্থানান্তর করা হয়। আইনজীবী মারিও রোসো বলেছেন, 'সে (রবিনিও) মাথা নিচু করে চুপচাপ কারাগারের দিকে এগিয়ে গেছে। তাকে আদর্শ বন্দী বলা যেতে পারে। অন্য বন্দীদের সঙ্গে তার কোনো সমস্যা হয়নি।

প্রথম দেখায় কোনটা আসল কিলিয়ান এমবাপ্পে, বোঝাটা কঠিন। মোমের তৈরি নিজের অবয়ব দেখে আসল এমবাপ্পে (বাঁয়ে) নিজেও যেন বিস্মিত। পরে ফ্রান্সের অ্যাওয়ে জার্সি পরা অন্য এমবাপ্পেকে পরিচয় করিয়ে দেন নিজের 'যমজ' বলে।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন তামিম

আপনজন ডেস্ক: হার্ট অ্যাটাক হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া তামিম ইকবাল বাড়ি ফিরেছেন। গত সোমবার বিকেএসপিতে খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে গাজীপুরের কেপিজে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ারে নিয়ে আসা হয়।

আজ শুক্রবার দুপুরে তামিমকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রথম আলোকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন তামিমের ভাই নাফিস ইকবাল। তিনি জানান, আজ দুপুরে এভারকেয়ার থেকে তামিমকে বাড়ি নেওয়া হয়েছে।

মোহামেডানের হয়ে শাইনপুকুরের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে গিয়ে অসুস্থ বোধ করেন তামিম। কেপিজে হাসপাতালে ইসিজি করার পর হেলিকপ্টারে ঢাকায় আসার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তামিমের শারীরিক অবস্থা তখন অনুকূলে ছিল না। পরে কেপিজে হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা চলে। হার্টে একটি রিংও পরানো হয়। তখন ডাক্তাররা জানান, ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে তামিমকে। কেপিজে হাসপাতালে এক দিন থাকার পর তামিমকে এভারকেয়ারে নিয়ে আসা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তামিমকে ব্যাংকক কিংবা সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে এর আগে জানিয়েছিলেন তাঁর চাচা আকরাম খান। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে অন্তত তিন মাস সময় লাগবে তামিমের। বাড়ি তাঁকে থাকতে হবে বিশ্রামে। কিছু বিধিনিষেধও মেনে চলতে হবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**